ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 June 2019 ■ আগরতলা, ৭ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খাস জমির নতুন জরিপ, খাজনা বৃদ্ধি গৃহহীন-ভূমিহীনদের সুযোগ সম্প্রসারণ

রাজ্যে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনে প্রতিবেদন পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর, রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতারোহনের প্রায় দেড় বছরে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। ১৯৬০ সালে কার্যকরী হওয়া ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের নিরিখে সংশোধন করা হয়েছে। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতারোহনের পরেই ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস স্বপন সাহাকে চেয়ারম্যান করে চার সদস্যের রিভিউ কমিটি গঠন করে এবং তিন মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। সেই মোতাবেক কমিটি আজ ত্রিপুরা সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে।

সংশোধনী অনুসারে খাস জমিতে নতুন করে জরিপ ও বন্দোবস্ত, ভূমিহীন-গৃহহীন এবং উভয়হীনদের সুযোগ সম্প্রসারণ, খাজনা বৃদ্ধি এবং প্রমোটারদের নির্মিত বহুতলের জমির মালিকানা নির্ধারণ সহ একাধিক বিষয় আইনে যুক্ত করা হচ্ছে। রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা জানিয়েছেন, ওই বিষয়গুলি ছাড়াও সংশোধনীতে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু রাখা হয়েছে।

আজ রাজস্ব দপ্তরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ সালে কার্যকরী হওয়ার পর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের নিরিখে রাজ্য সরকার দশবার আইনটির বিভিন্ন ধারার সংশোধন করেছে। এরপরও ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জমির শ্রেণী পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রয়োজনের নিরিখে আইনটিকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য এবং জনকল্যাণমূলক করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধারাগুলির সংশোধন করার প্রয়োজন অনুভব করে ত্রিপুরা সরকার। সেই মোতাবেক, রাজস্ব দপ্তর ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস স্বপন সাহাকে চেয়ারম্যান করে চার সদস্যের রিভিউ কমিটি গঠন করে এবং তিন মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ওই রিভিউ কমিটি ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কাজ শুরু করে। কমিটি কাজ করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম পরিদর্শনেও গিয়েছে এবং সেখানকার ভূমি রাজস্ব আইন সম্পর্কে সম্যক ধারনা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া রাজ্যের আটটি জেলা অফিসে জেলা আধিকারিকদের কাছ থেকেও তাদের মতামত নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কমিটি আসাম রাজ্যের ভূমি আইন সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা, রাজ্যের বিভিন্ন জেলাশাসকদের কাছ থেকে গৃহীত মতামত এবং কমিটির সদস্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান আইনের বিভিন্ন ধারাগুলিকে জনসাধারণের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির শ্রেণী পরিবর্তনের তথা জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সংশোধন করার চেষ্টা করেছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, রিভিউ কমিটি আজ সকালে ভূমিলেক্ষ্য ও বন্দোবস্ত জরীপ দপ্তরের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের প্রস্তাবিত প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের রাজস্ব ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিয়েছে। রাজস্ব মন্ত্রী কমিটির প্রস্তাবিত রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং কমিটির সকল সদস্যকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য রাজস্ব দপ্তর এবং ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাজস্ব মন্ত্রী জানিয়েছেন, পরবর্তী মন্ত্রিসভার বৈঠকে রিপোর্টটি পেশ করা হবে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঃ অজিত ডোভালের সাথে জরুরি বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.)।। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে কোনও প্রকারের সমঝোতার রাস্তায় যেতে নারাজ কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েই নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে বৈঠক করেছেন অমিত শাহ। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব রাজীব গৌবা। এদিন দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের কার্যালয়ে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ দুই ঘন্টা ধরে চলে ওই বৈঠক।

এর আগে চলতি সপ্তাহের সোমবারে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে বসেই কেন্দ্রের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু কাশ্মীরে জিরো টেরর পলিসি নিয়ে চলতে চাইছে কেন্দ্র বলে জানান অমিত। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির প্রধানরা। মূলত জম্মু কাশ্মীর, কেরালা ও মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলির পর্যালোচনা বৈঠক ছিল সেটি। আন্ত:রাজ্য সীমানাগুলিতে পাচার সংক্রান্ত আলোচনাও উঠে আসে এদিনের বৈঠকে। সূত্রের খবর কাশ্মীর জুড়ে জিহাদি কার্যকলাপ ও মাওবাদী হামলার বাড়বাড়ন্তের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে কেরালা। এদিন কেরালার উপকূলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয় বৈঠকে।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েই কাশ্মীরে প্রথম কোপ দিয়েছিলেন অমিত শাহ। কাশ্মীরে শুরু হল ধড়পাকড়। গ্রেফতার করা হল তিন বিচ্ছিন্নতাবাদীকে। আসিয়া আন্দ্রাবি, সাবির শাহ ও মাসারাত আলমকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে এনআইএ। সন্ত্রাসের জন্য আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত এই বিচ্ছিন্নাবাদীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয় দিল্লির একটি আদালত। যে মামলায় এদের গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই মামলায় জামাত-উদ-দাওয়া প্রধান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়ণ মোকাবিলা একা সরকারের দায়িত্ব নয় ঃ এন সি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়ণ মোকাবিলা করা একা সরকারের দায়িত্ব নয়। জনগণকেও কড়া হাতে তা মোকাবিলা করা উচিৎ। বৃহস্পতিবার এইভাবেই ত্রিপুরায় সন্ত্রাস ইস্যুতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়নের ঐতিহ্য ছিল না। বাইরে থেকে সেটা আমদানি করা হয়েছে। তাই, ত্রিপুরাবাসী এবং ত্রিপুরা সরকারকে মিলে তার মোকাবিলা করতে হবে।

জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের নিগ্রহের ঘটনায় আজ উদ্বেগ প্রকাশ করেন নরেন্দ্রবাবু। তিনি বলেন, গত ৩১ মে জম্পুইজলা মহকুমা শাসক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন। ওই বৈঠকে তাঁকে নিগ্রহ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে জম্পুইজলায় আইপিএফটি সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালি। মহকুমা শাসকের নিগ্রহের ঘটনায় আইপিএফটি-কে দোষারোপ করা হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, ওই ঘটনার সাথে আইপিএফটি-র কোন যোগ নেই। তার মতে, ওই ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। তবুও, এধরনের ঘটনা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই, নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা মহকুমা শাসক নিগ্রহের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, চিঠি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘জয় শ্রীরাম’ লেখা পাঁচ লক্ষ চিঠি মমতাকে পাঠাবে বিজেপি মহিলা মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলেই জ্বলে উঠেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যাণার্জী। তাই, তাঁকে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে জয় শ্রীরাম লেখা ৫ লক্ষ চিঠি পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানালেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাতকর। তাঁর কথায়, শুধু ত্রিপুরা থেকেই মমতা ব্যাণার্জীর কাছে মহিলা মোর্চা ২০ হাজার জয় শ্রীরাম লেখা চিঠি পাঠাবে।

এদিন বিজয়া রাহাতকার বলেন, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ফের ক্ষমতায় এসেছে। তাতে, বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদির প্রতি দেশবাসীর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা আবারও প্রমাণিত

বিজেপি মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী বিজয়া রাহাতকর।

হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীর কল্যাণে কাজ করেছেন। এবার সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশের সাথে সবার বিশ্বাস অর্জনেরও ডাক দেওয়া হয়েছে। বিজয়া রাহাতকারের বক্তব্য, ত্রিপুরায় প্রত্যেক বুথের সাথে মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হবে। তাতে, সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হবে।

আজ বিজয়া রাহাতকার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যাণার্জীর সাম্প্রতিক আচরণের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, মমতা ব্যাণার্জী জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলেই জ্বলে উঠেন। হিন্দু হয়েও শ্রী রাম ধ্বনির প্রতি তাঁর এত রাগ কেন তা এখনো বোঝা যায়নি। বিজয়া রাহাতকরের কথায়, জয় শ্রীরাম উচ্চারণ করা অপরাধ হতে পারে না। কিন্তু, মমতা ব্যাণার্জী তা শুনতে চান না। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, তৃণমূল নেত্রী হিন্দু ভোট চাইছেন না। তাই, জয় শ্রীরাম ধ্বনির প্রতি তাঁর এত রাগ। তিনি বলেন, মহিলা মোর্চা জয় শ্রীরাম লেখা ৫ লক্ষ চিঠি পাঠাবে মমতা ব্যাণার্জীর কাছে। শুধু ত্রিপুরা থেকে মহিলা মোর্চার ২০ হাজার চিঠি যাবে তাঁর কাছে।

বিজয়া রাহাতকরের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসনে বেড়েছে শুধু হিংসা আর গুন্ডাগিরি। কিন্তু, এবারের নির্বাচন তৃণমূল নেত্রীকে হুশিয়ারী দিয়েছে। তিনি বলেন, আগামী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত-এডিসি ভোটে জোটে যাবে কিনা দ্বিধায় আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। তাই, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এবং এডিসি নির্বাচনে আবারও এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝুঁকি নিতে পারছে না আইপিএফটি। ত্রিপুরায় বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি-র সভাপতি নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার সাফ কথা, আসন্ন নির্বাচনগুলিতে জোটবদ্ধ হয়ে নাকি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আইপিএফটি, তা এখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সবদিক বিবেচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু, আইপিএফটি সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মার কথায়, আসন্ন নির্বাচনগুলিতে এককভাবেই তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা।

করবেন। ফলে, জোটের প্রশ্নে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আইপিএফটি-তে মতানৈক্য চরমে বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, লোকসভা নির্বাচনে দলের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। তাই, বিপর্যয় মোকাবেলায় ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। তিনি জানান, ৬ ও ৭ জুলাই আইপিএফটি-র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে দলের এই বিপর্য্যয় নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। জোট ভাঙ্গতে পারে বলে মানুষের মনে অযথা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, পূর্বোত্তরের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশু কন্যা ভ্রুণ উদ্ধার, কিশোরীর মৃত্যু নিয়ে রহস্য, উদয়পুরে জোড়া আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুন ।। সাত সকালে উদয়পুরে ভ্রূণ উদ্ধার এবং নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে জোড়া আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ গোমতী জেলা হাসপাতালের সামনে পাঁচ মাসের একটি শিশু কন্যা ভ্রূণ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ কাজল দাসকে। তিনি ছুঁটে এসে ওই শিশু কন্যা ভ্রূণটি পরখ করে দেখলেও কোথা থেকে এই ভ্রূণ এসেছে তা অনুমান করতে পারেননি।

কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর উদয়পুর মহারানি এলাকার রাধারানী জমাতিয়ার উপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। তিনি প্রসূতি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। তার আত্মীয়সজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই প্রকৃত ঘটনা বেড়িয়ে আসে। তাদের বক্তব্য, সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় রাধারানী জমাতিয়ার গর্ভপাত হয়েছে। কিন্তু, এ বিষয়টি আদৌ সত্য কিনা তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছেন।

এদিকে, অন্য আরেকটি ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল থেকে দ্বীপাঞ্জলি ভৌমিক (১০)কে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর দ্বীপাঞ্জলির ইসিজি করে চিকিৎসকরা জানতে পারেন তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কেউ জানাতে পারছিলেন না। মৃতার বাবার দাবি,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি ভেতরে চালকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুন ।। ফের রাজ্যে দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো গাড়ির চালকেরই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, দুর্ঘটনাটি কিভাবে ঘটলো তা অনুমান করতে পারছে না পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিপাহীজলার নিকটস্থ নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক থেকে ১০০ মিটার ভেতরে জঙ্গলে গাড়ির ভেতরে প্রসেনজিৎ সরকার (৩৫)

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশের ফলাফল ঘোষিত, পাশের হার বেড়ে ৮০.৫১ শতাংশ, আবারও এগিয়ে মেয়েরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার ৮০.৫১ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবছর পাশের হারে ১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এবছরও পাশের হারে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা। তাঁর কথায়, এবছর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬৩ দিন পর ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে। আগামীবছর আরো তাড়াতাড়ি ফলাফল ঘোষণার চেষ্টা করা হবে। এদিন তিনি জানিয়েছেন, উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি তালিকায় কোন পরিবর্তন হয়নি। বিজ্ঞান বিভাগে যারা প্রথম দশে স্থান পেয়েছিলেন তারাই উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত বিভাগে কৃতি হয়েছেন। তবে, কলা ও বাণিজ্য বিভাগে তনুশ্রী বিশ্বাস প্রথম হয়েছেন। চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী তনুশ্রী ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ৪৫১ নম্বর পেয়েছে। আজ পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এবছর উচ্চমাধ্যমিক

উচ্চমাধ্যমিকে কলা ও বানিজ্য বিভাগে প্রথম চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী তনুশ্রী বিশ্বাস।

পরীক্ষা ১ মার্চ শুরু হয়ে ৩ এপ্রিল সমাপ্ত হয়েছে। তিনি আরো জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ২৭ হাজার ১৯৭ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৩৭৮৬ জন, বাণিজ্য বিভাগে ৯৬০ জন এবং কলা বিভাগে ২২ হাজার ৪৫১ জন নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু, পরীক্ষা দিয়েছিলেন ২৭ হাজার ১৫৫ জন। তাদের মধ্যে ছেলে ১৩ হাজার ৯০৬ জন এবং মেয়ে ১৩ হাজার ২৪৯ জন।

ড. ভবতোষ সাহা জানান, সারা ত্রিপুরায় মোট ৪০০ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। তারা রাজ্যের ৫৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রভুক্ত ৮৩টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার জন্য এবছর দুটি নতুন পরীক্ষাস্থল বেছে নেওয়া হয়েছিল। ধলাই জেলার আমবাসাস্থিত চন্দ্রাইপাড়া

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৩৪ ◘ ৭ জুন ২০১৯ ইং ◘ ২৩জ্যৈষ্ঠ ◘ শুক্রবার ◘১৪২৬ বঙ্গাব্দ

হুমকির মুখে পরিবেশ

বিশ্ব জুড়িয়া পরিবেশের উপর যে আক্রমণ শুরু হইয়াছে তাহা প্রতিরোধে তেমন কার্যকর ভূমিকা কি নেওয়া হইতেছে? আজ বিশ্ব জুড়িয়া পরিবেশ বিপর্য্যয়ের ঘটনার যতখানি উদ্বেগ, উৎকন্ঠা প্রকাশ করা হয় বাস্তবে তাহা প্রতিরোধে উদ্যোগ নাই। প্রকৃতির উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ হানা হইতেছে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকৃতি কি রুদ্র রোষে পাল্টা হামলা করিবে না? প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ হইতেছে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কেন্দ্র সরকার ঢালাও অর্থ ব্যয় করিয়া যাইতেছে। রাজ্যে রাজ্যেও পৃথক দপ্তর আছে, আছে পর্ষদ। কিন্তু এই সব দপ্তর ও পর্ষদের ভূমিকা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই সব দপ্তরগুলি নমঃ নমঃ করিয়া পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করিয়া থাকে। ব্যস, এই পর্য্যন্তই। অথচ তাহাদের নাকের ডগাতে নির্বিচারে পরিবেশের উপর আক্রমণ চলিতেছে। এই রাজধানী শহর আগরতলাতে ঘন জনবসতি এলাকাতে মিষ্টির দোকান, বিস্কুটের ফ্যাক্টরী ইত্যাদি চলিতেছে। এইসব কারখানার দূষণ শহরের বুকে বিষ ছড়াইয়া যাইতেছে। মিষ্টি কারখানার বর্জ্যের দূষিত গন্ধে এলাকায় বিভিন্ন রোগ অসুখ বিসুখ দেখা দিতেছে। শুধু মিষ্টির কারখানা বা বিস্কুটের কারখানা নির্গত কালো ধুয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া বিষাক্ত আবহাওয়ার জন্ম দিতেছে। প রিবেশ দপ্তরের সঙ্গে এইসব কারখানা মালিকদের গোপন লেনদেনের অভিযোগ আছে।

গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান স্লোগান প্রতিনিয়ত শোনা যায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত বৃক্ষ নিধনে চলিতেছে। হাইকোর্ট এই বৃক্ষ নিধন দাবড়ানি দেওয়ার পর রাজ্য সরকার তিন বন আধিকারিককে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। প্রশাসন কি ঘুমাইয়া থাকে? হাইকোর্ট দাবড়ানি না দিলে বৃক্ষ নিধনকারী পাড় পাইয়া যাইত? বৃক্ষ নিধনের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল রাজ্যের বন আসলে উজার হইয়া যাইতেছে। এক সময় বনজ সম্পদ নিয়া ত্রিপুরাবাসী গর্ব করিতে পারিতেন। আর আজ ত্রিপুরার বনাঞ্চল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বনরক্ষীদের যোগসাজশে বন উজার। বন ধ্বংসের ঘটনা আমাদের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিতেছে। গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান স্লোগান শুধু মুখেই. বাস্তবে তাহার দেখা কমই। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃক্ষ চারা লাগান হয়। অধিকাংশ এই বৃক্ষ চারার শৈশবাস্থাতেই মৃত্যু হয়। কারণ কোনও তদারকি থাকে না। ঠিকেদার বিল পাইয়াই পাগার পায়। এই ভাবেই রাজ্যে চলে বৃক্ষরোপণ বিপ্লব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাস্তার দুই ধারে বাগান করিবার পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল রক্ষণাবেক্ষণ। শুধু পরিকল্পনা নিলেই হইবে না। তাহা বাস্তব সম্মত হইতে হইবে।

ত্রিপুরার বৃহৎ শিল্প কারখানা তেমন নাই। কিন্তু ঘনবসতি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কারখানার বর্জ্য ও ধুয়া পরিবেশের ক্ষতি করিতেছে। রাজ্য সরকার এখনই যদি কলকারখানাগুলি শহরের বাহিরে স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হ ন তাহা হইলে দূষণের হাত হইতে আগরতলা শহর হয়তো বাঁচিয়া যাইবে। আগরতলায় স্মার্ট সিটির কাজ চলিতেছে। দূষণ মুক্ত না করিলে কি স্মার্ট সিটির যোগ্য হইতে পারিবে তিলোত্তমা আগরতলা? রাজন্য আমলে গড়িয়া উঠা এই শহরের ঐতিহ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এখনই উদ্যোগ নিতে হইবে সরকারী স্তরে। পাঁচই জুন নমঃ নঃ করিয়া বিশ্ব পরিবেশ দিবস রাজ্যে পালিত হইয়াছে। এই দিনটির অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ নাই বলিলেই চলে। অথচ আজ বিশ্ব দূষণের হুমকির মুখে। যে কোনও সময় বিপর্য্যয় নামিয়া আসিতে পারে। পরিবেশ দিবস শুধু আনুষ্ঠানিকতা ও লোক দেখানো বিষয় হইতে পারে না। গোটা বিশ্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার সংগ্রাম আরও বেশী অর্থবহ করা উচিত। ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের পেছনে পরিবেশের সংকট অনেক ক্ষেত্রে দায়ী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আজ পরিবেশ সুরক্ষায় প্রতিটি মানুষকে সজাগ সতর্ক হইতে হইবে। আনুষ্ঠানিকতা নহে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়াইয়া পরিবেশ সুরক্ষায় অগ্রণী হইতে না পারিলে মানুষ, পৃথিবী কিছুই বাঁচিবে না। সুন্দর পৃথিবী তখনই গড়িয়া উঠিবে যদি সুন্দর সুস্থ ভাবে পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

রাম মন্দির নির্মাণ এবার শুরু হওয়া উচিত, নাহলে দেশবাসী বিশ্বাস হারাবে : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): অযোধ্যার বিতর্কিত জমি আদতে কার, সে ব্যাপারে এখনও কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্টঊ মধ্যস্থতাকারী প্যানেলের দাবি মেনে নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ১৫ আগস্ট করেছে শীর্ষ আদালতঊ এরইমাঝে পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারঊ বিরোধীদের কার্যত ধরাশায়ী করে ৩০৩টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি একাইঊ সবমিলিয়ে এনডিএ-র মোট আসন সংখ্যা ৩৫৩ঊ মোদী সরকারের প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় রাম মন্দির নির্মাণের দাবি উঠলঊ এবার রাম মন্দির নির্মাণের দাবি জানালেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত।

রাম মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আমার মতে এবার অন্তত রাম মন্দির নির্মাণ শুরু হওয়া উচিতঊ যদি এমনটা না হয়, তবে আমাদের উপর দেশবাসীর আর কোনও বিশ্বাস থাকবে নাঊ এখন বিজেপির কাছে ৩০৩ জন সাংসদ রয়েছে, শিবসেনার কাছে ১৮ জন সাংসদ, এনডিএ-র কাছে ৩৫০-এরও বেশি সাংসদঊ রাম মন্দির নির্মাণ করার জন্য আরও কত আসন দরকার?' এদিকে, সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার ডেপুটি স্পিকার দাবিদার প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'এটা আমাদের কোনও দাবি নয়, আমাদের প্রকৃত অধিকারঊ ডেপুটি স্পিকারের পদ শিবসেনারাও পাওয়া উচিত।'

মালদায় বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে

মালদা, ৬ জুন (হি. স.) : মালদার হবিবপুর থানার জাজল পঞ্চায়েতের জিয়াকান্দর গ্রামে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠল দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে। বুধবার রাতকে ঘটনাটি ঘটে।। গুরুতর জখম আবস্থায় ওই বিজেপি কর্মী বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পলাতক অভিযুক্তরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, জখম বিজেপি কর্মীর নাম বিদ্যাসাগর চৌধুরি(২৬)। বাড়ি জাজল পঞ্চায়েতের জিয়া কান্দর গ্রামে। এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত বিদ্যাসাগর। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে ওই এলাকায় বিজেপি ভাল ফল করে আসছে। সেই সময় থেকে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী যোগেশ চৌধুরি ও তার ছেলে ঋতুরাজ চৌধুরি বিদ্যাসাগরকে হুমকি দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ। এবার লোকসভা নির্বাচনেও এলাকায় বিজেপি ভাল ফল করেছে। বুধবার রাতে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই সময় যোগেশ ও তার ছেলে ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে তার উপর হামলা চালায়। বিদ্যাসাগরকে ব্যাপক মারধর করে কোমরে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয়। খবর পেয়ে দাদাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন বিদ্যাসাগরের ভাই মানু চৌধুরি। তাঁকেও অভিযুক্তরা মারধর করে বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় বিদ্যাসাগরকে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

কিছু সংস্কার, কিছু কুসংস্কার-এই যেন জীবন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কিছু সংস্কার,কিছু কুসংস্কার, এই নিয়েই আমাদের জীবন। অনেক রকমের ভয়। বেঁচে আছি—সে আছি—কিন্তু? এই 'কিন্তু'ই হল ভয়ের ছায়া। দুটো চোখই আমার খোলা। তাই কি? তা হলে একটি গানে কেন এমন প্রশ্ন—'মা আমায় ঘুরাবি কত, এমন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো।' আমরা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি, এক একটি মুহূর্তে থেকে পা তুলে নেওয়া মাত্রই, সেটি অতীত হয়ে যাচ্ছে। অতীত হল বর্তমানের ছিবড়ে। একটু পরে কী হবে কেউ জানে না। আমরা কি অসহায়। 'কী হয়, কী হয়'— করে দিন কাটানো। আর মনের এই দুর্বল ভূমিই হল যত কুসংস্কারের জন্মস্থান।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ঘরে একদিন আলোচনা হচ্ছে—বিষয় লক্ষণ, অলক্ষণ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, স্বপ্ন দর্শন। মাস্টারমশাই পড়েছিলেন, ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। ঠাকুরের কাছে জানতে চাইলেন, কথাটা কি ঠিক? মাস্টারমশাই প্রশ্নের পরিসর কিছুটা বড় করেছেন; কারণ প্রসঙ্গ হচ্ছিল বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের, ভক্ত শুম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর নিজের বাগানে আসতেন। কেউ বলেছিল, 'অত রাস্তা, কেন গাড়ি করে আস না, বিপদ হতে পারে' মল্লিকমশাই চোখ-মুখ লাল করে বলে উঠেছিলেন—'কি তাঁর নাম করে বেরিয়েছি আবার বিপদ'।

ঠাকুরের উত্তর ঘুরপথে এলা। স্বপ্ন আসে ভাব না থেকে। দৃঢ় বিশ্বাসে হয় হয় হয়ে যায়। সুতরাম ভালোই হক, আর খারাপই হক, স্বপ্ন যেমনই হোক, ভগবানে যার দৃঢ় বিশ্বাস তার ভালোটাই হবে। খারাপটা তিনি সংশোধন করে দেবেন। ওই যে একটি প্রবাদ আছে, 'দক্ষিণে কলাগাছ, উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কী করব মুঁই।' ঠাকুর শ্রীমকে সেটি বললেন। শুনে সবাই হাসলেন। প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দেওয়ায়, বিষয়টি সেদিনের মতো চাপা পড়ে গেল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রভুত রহস্য থাকা স্বাভাবিক। বহু প্রকারের তরঙ্গ, প্রবাহ, শব্দ, গন্ধ, খেলা করছে।

একটি শক্তির চাদের, অথবা জালে এই পৃথিবী সমাচ্ছন্ন। শূন্য আদৌ শূন্য নয়। ছায়া শরীর নিয়ে অশরীরীরাও ঘুরছেন হয়তো। সাধকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। দুটি উদাহরণ। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির পর মথুরবাবুর ছায়া শরীর আকাশপথে বিমানের মতোত ভেসে চলেছে। মহাসাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি আকাশপথে মহাপ্রভূর সংকীর্তন দলকে যেতে দেখেছিলেন। আদ্যাপীঠের একটি শয্যাবিশিষ্ট খাট ভেসে চলেছে। মহানাব্রতজির মনে হত আকাশের ওধারে ঘণ্টা-বাদ্য-বাজনা অহরহ শুনতে পান। স্বামীজী রুদ্রপ্রয়াগে শুনেছিলেন, সিন্দু নদীর তীরে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বেদের কালের এক আর্য ঋষি গায়ত্রীর আবাহনমন্ত্র উচ্চরণ করেছেন—ওঁ আয়া হি বরদে দেবী................। গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করলে সাধাকের নাভিকমল থেকে প্রণব ধ্বনি ওঁকার উত্থিত হতে থাকে অনায়াসে। আমরা বলব, এ-সব অলৌদিকক। সাধারণ মানুষের এমন অভিজ্ঞতা হয় না। ঠাকুর শ্রীমকে এই প্রসঙ্গেই সেদিন বলেছিলেন, 'দ্যাখো, অলৌকিক অভিজ্ঞতা বিশ্বাস ছাড়া হয় না।' বিশ্বাসী মানুষের বাড়তি আর একটি ইন্দ্রিয় কার্যকরী হয়। বিশেষ একটি শক্তি তার ভেতর জেগে ওঠে। সেই শক্তি বহু শক্তির সমন্বয়। বলছেন, 'সেই সময় (তাঁর সাধনকালে) তাঁর (ভগবানের) নাম করে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেতা। তবে কি জানো, সরল উদার না হলে এ বিশ্বাস হয় না। পাড়পোক, কোটর চোখ, ট্যারা---এরকম অনেক (দেহ) লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না।'

দু' রকমের লক্ষণ শুভ আর অশুভ। বিজ্ঞানের ভেতর একটি 'লক্ষণই' আছে--- মানুষের শরীরে রোগ ঢুকলে নানা রকমের লক্ষণ দেখা দেবে আর সেই অনুসাড়ে চিকিৎসা হবে। শুধু শরীর নয় অদৃশ্য মনেরও অসুখ হতে পারে---মানসিক রোগ। নিশ্চিত কোনও পদ্ধতি নেই, যাতে মনকে পূর্ব সুস্থতায় ফিরিয়ে আনা যায়। এখানে যে লক্ষণগুলি আলোচনার বিষয়, তারই ইংরেজি হল Omen পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষই কোনও না ভাবে এই সংকেতে অল্প-বিস্তর আতঙ্কিত হতে পারেন। এটি একটি আদিকালের লৌকিক শাস্ত্র। লোকমুখে প্রচারিতা যেমন:

এই প্রবাদটি 'Coming events Cast their Shadows before' অর্থাৎ যা ঘটবে তার ছায়া বা ইঙ্গিত আগেই এসে যাবে। একটা কিছু ঘটতে চলেছে। ভয়ংকর একটা অতিপ্রাকৃত শক্তি অন্তরাল থেকে এই জগৎ নিয়ে খেলা করছেন—some kind of Supernatural কেন এই খেলা? কী তার মতিগতি—বলা যাবে না। কারণ তিনি অদৃশ্য রহস্যময়। কিন্তু, মানুষকে বাঁচতে হবে, মারতে হবে, মরতেও হবে। মার প্রশ্ন—ঢাল-তরোয়াল। কারণ, আমরা বাঁচতে চাই। আত্মরক্ষাই প্রথম ধর্ম। দীর্ঘকাল ধরে বাঁচতে বাঁচতে, একদল মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেড়েছে। দেখে দেখে তাঁরা যা শিখেছেন, সেইটিই হয়েছে লৌকিক শাস্ত্র। আধুনিক বিজ্ঞানেরও তো একই কথা---Obsevation and inferense পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত। আধুনিক বিজ্ঞান বাড়তি আর একটি জিজ্ঞাসা জুড়েছে, সেটি হল, 'কারণ'। কী কারণে কী হল? প্রাচীন মানুষের দেখা থেকে এসেছে একটা 'প্রবণতা' সেটি হল 'সতর্কতা'। তৈরি থাকো আসছে বিপদ। ঢাল হল 'সাবধানতা'।

আমাদের লোকগাথা Folklore সম্পর্কে বলা ' The folklore of practially every race and nation affords numerous instances of man's instinctive failth in omens' এই একটি শব্দ omen। অর্থ সহজাত ধারণা, সহজাত প্রবৃত্তি। দুটি শব্দ— omen ও omen প্রথমটি 'পূর্বাভাস,' দ্বিতীয়টি ' দৈববাণী'।

সাধুসন্তগণ দৈববাণী শ্রবণের অধিকারী। তাঁর জনগণকে সাবধান করবেন। সাধারণ মানুষ নির্ভর করবেন পূর্বাভাসের ওপর। মন যেন বলছে, লক্ষণ শুভ নয়---একটা কালো বেড়াল সামনের পথের এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। হঠাৎ ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে বেরিয়ে এল একগাদা আরশোলা।

অতীতে, রোমে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রভুত চর্চা হত। ধর্ম, অর্থ মোক্ষ, কাল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, জীবন, জীবনযুদ্ধ সব ব্যাপারে রোমের ছিল অগ্রণী বূমিকা। ডেলফি, আরপোস, ভোভোনায়, দৈবজ্ঞানের প্রবল প্রতিবত্তি। তাঁর নানা লক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দেখতে পান। দৈববাণী শুনতে পান। দুই ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগাযোগ—অ্যাপোলে (সূর্যদের) আর জুপিটার (বৃহস্পতি)। দৈবজ্ঞরা এই দেবতাদের প্রশ্ন করে জেনে নিতেন—কী হবে, না হবে। এ তো গেল দৈববাণী, প্রশ্নোত্তর। এর পরে শুভ ও অশুভের পূর্বাভাস। এইসব লক্ষণ আসবে কোন মাধ্যমে?

১। আকাশ, সেখানে বজ্র, বিদ্যুৎ, উল্কা, ধুমকেতু ইত্যাদি।

২। পাখির ডানার শব্দ, ওড়ার ধরন, ডাক।

৩। পশুর ডাক, কান্নার নানা রকম।

৪। ঠোঁটে করে পাখির দানা তুলে নেওয়ার ধরন।

কী কঠিন কাজ! একদল মানুষ দিনের পর দিন পরম নিষ্ঠা ভরে নিরীক্ষণ করবেন, তারপর ফলাফল মেলাবেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত এবং শাস্ত্র। যেমন, বাঁদিকে বিদ্যুৎ চমকানো শুভ লক্ষণ; কিন্তু বাঁদিক দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাওয়া ভীষণ খারাপ লক্ষণ। অঘটন একটা কিছু ঘটবেই। একটি কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে—একে বিজ্ঞান বলা যাবে না, মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত। তেমন কোনও প্রমাণ যখন তখন হাজির করা যাবে না।

আকাশে ধূমকেতু ওঠা যুদ্ধের পূর্বাভাস। অনেকদিন ধরে মানুষ, সাধারণের মধ্যে যাঁরা দৈবজ্ঞ, সেই সব মানুষ ধৈর্য ধরে, ক্যালেন্ডার ঘেঁটে দেখেছেন, রাতের আকাশে ওই অদ্ভুত বস্তাটির উদয়ে পৃথিবীতে অশান্তি আসে। বিশ্বযুদ্ধ না হলেও খণ্ডযুদ্ধ, প্রাণহানির ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে বলা যেতেই পারে, ধূমকেতু অশুভের বার্তাবাহী। সেই মধ্যযুগে ধূমকেতুকে বলা হত---যুদ্ধের দেবতার অগ্নি তরবারি।

আশ্চর্যই আর রোমের পুরোহিত শ্রেণির একদল মানুষ একটা শাস্ত্র তৈরি করে ফেললেন—'মানুষের ভাগ্য'। ধৈর্য, পরিশ্রম। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি কিছুই নেই তখন। আছে মানুষ আর প্রকৃতি। আছে মৃত্যুভয়। আছে দৃশ্যের আড়ালে অদৃশ্য। মজার মজার সব ধারণা, হুঁশিয়ারি। যেমন, হঠাৎ কাউত্তকে পিঁপড়ে কামড়েছে। কামড়াতেই পারে। গুণীন বললেন, ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষার নয়। তোমার শত্রু তৈরি হচ্ছে। ঝামেলা করবে, প্রস্তুত থাকো। কিন্তু বাড়ির চৌকাঠে পিঁপড়ের বাসা অত্যন্ত শুভ সূচক। তোমার জীবনে সমৃদ্ধি আসছে। বড়লোক হবে। ঘরে একটা মৌমাছি ঢুকেছে। খবরদার মেরে ফেলো। না কিছুক্ষণ থাকতে দাও। তোমার সুখের দিনের বার্তা এসেছে। মাছ ধরার নৌকার সামনে সামনে একটা মৌমাছি উড়ে যাচ্ছে। বীষণ ভালো দক্ষণ, আজ তোমার জালে প্রচুর মাছ পড়বে। একটা মৌমাছি ভালো; কিন্তু মৌমাছির ঝাঁক দেখা খুব খারাপ। বিপর্যয় অবশ্যম্ভবী। রোমকদের এই রকমই বিশ্বাস। কী কারণে? ৪৮ বি সি তে befoer christ পম্পেবরির যোদ্ধারা সিজারের হাতে কচুকাটা হয়েছিলেন। এক ঝাঁক মৌমাছি কোথা থেকে উড়ে এসে পূজাবেদিতে বসেছিল। জানাতে এসেছিল ফারসালুসের যুদ্ধে তোমরা সিজারের কাছে পরাজিত হবে। মৌমাছির ঝাঁক বেদির ওপর লুটিযে পড়ে সেই বার্তাই বহন করে এনেছিল।

বাঘ, ভল্লুক, সিংহ নয়, গৃহপালিত পশু পক্ষীরাও পূর্বাভাস দিতে পারে। অতীতে এমনই মনে করা হত, আর সেই সবই হয়ে গেছে সংস্কার। ছাগল সামান্য একটি প্রাণী; কিন্তু চলার পথে হঠাৎ একটি ছাগল ধরে এনে খোঁটায় বেঁধে রেখে দেখছি। আচমকা এসে পড়েছে আমার সামনে। সামান্য ব্যাপারটাই অসামান্য হতে পারে। ভাগ্যের ব্যাপার, কোনও গ্যারান্টি নেই। তবে জেনে রাখা ভালো—ছাগল-দর্শন অশুভ কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। বেড়াল সম্পর্কে প্রচুর কুসংস্কার। এই চড়া বিজ্ঞানের যুগে। বিশেষত কালো বেড়াল। উরে বাবারে! কিন্তু কালো বেড়াল অত্যন্ত সৌভাগ্যোর কারণ হতে পারে। একটি বেড়াল হত্যা করা মানে নিজেকে হত্যা করা। এক সময় মিশরে এইরকম আইন ছিল, যে বেড়াল মারবে তার প্রাণগণ্ড হবে'।

রাত নিঝুম। কানে এল কোথাও একটা কি কয়েকটা কুকুর বিকৃত, কান্নার সুরে ডাকছে, একটানা। সাবধান! মৃত্যু আসছে। পল্লিতে কেউ প্রয়াত হবে। ডাক-মৃত্যুর ডাক। বিরাট আকৃতির কুচকুচে কালো একটা কুকুর যমের দূত। তবে মনে রাখতে হবে একটি কুকরকে মারা মানে নিজের অকালমৃত্যুকে ডেকে আনা।

ইঁদুর আমাদের পরিচিত প্রাণী। ঘরে ঘরে উৎপাত। ছাই ছাই রঙের ইঁদুর অশুভের কারণ। বাদামি ইঁদুরে প্রাচুর্য। আর কেউ যদি আমাকে একটি সাদা ইঁদুর উপহার দেন, কোনো পরিকল্পনা ছাড়া, আমি আনন্দে লাফাব—সাফল্য আসছে। সুখ আসছে, প্রেম আসছে। ছুঁচো সর্ব অর্থে সর্বনাশের ইঙ্গিতবাহী। খচ্চার প্রকৃতই খচ্চার।

সামনা-সামনি না দেখাই ভালো। আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসার অংশীদার বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু পথের মাঝে একটি ষাঁড়। উদ্দেশ্যে প্রণাম। তুমি সৌভাগ্যসুচক। সম্পদ বৃদ্ধির কারণ। শূকর দেখতে চাই না। বিবাহের দিন বা তার পরের দিন হঠাৎ একটি শূকর দেখা মানে---হয়ে গেল---বিবাহিত জীবন সুখের হবে না। বাড়িতে ধেড়ে ইঁদুরের উৎপাত অত্যন্ত ক্ষতিকারক তো বটেই, সেই সঙ্গে অশুভ লক্ষণও। এই ইঁদুর যদি পরিধেয় বস্ত্রাদি কেটে দেয়,তাহলে নতুন কিছু করার পরিকল্পনা ত্যাগ করাই ভালো সব ভেস্তে যেতে পারে।

হঠাৎ এক পাল সাদা ভেড়া দেখা ভীষণ শুভ। আবার সেই পাল যদি আমার দিকেই আসতে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। কাঠবেড়ালি চোখের সামনে ল্যাজ তুলে ছটফট করছে, এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে --- শুভ দৃশ্য—সুখের বার্তাবাহী। কিন্তু, না বেজি দেখব না। পারিবারিক অশান্তির পূর্বাভাস। যেখানে টিকটিকি কি গিরগিটি থাকার কথা নয়, সেখানে হঠাৎ একদিন যদি দেখে ফেলি, তাহলে চিন্তার কথা—হতাশার পূর্ব ইঙ্গিত। যা হওয়ার কথা ছিল, হবে না। আবার কচ্ছপ দর্শন মানে ভাগ্য দর্শন। সৌভাগ্য। চঞ্চল মন স্থির হবে, দৈব সুরক্ষা আমাকে ঘিরে থাকবে। মাছ, যে কোনও মাছ, জলে খেলা করছে—অত্যন্ত শুভ দৃশ্য ঐশ্বর্যের প্রতীক। একটি বড় মাছ দেখার অর্থ—সুখ, সমৃদ্ধি। কাক এবং দাঁড়কাক। এমনও হতে পারে, যত মানুষ,তত কাক। চতুর্দিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অশুভ পক্ষী। একটি বা দুটি কাক বাঁদিকে বসে আছে---আমার বাঁদিকে। দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত---ঝামেলা আসছে---বিবাদ বিসম্বাদ। ডানদিকে কোনও গাছে বসে কোকিল ডাকছে, শুনতে পাচ্ছি। অবশ্যই আমার সুদিন আসছে। ঘুঘু ভারি মিষ্টি পাখি, ভালো পাখি, উপকারী। কিছু না জেনেই বলি ভিটেয় ঘুঘু চরার। ঘুঘুর প্রতি অভিচার। ঘুঘু হল প্রেম, দাম্পত্য সুখ , শান্তি। প্রেমের দেবী ভিনাসের প্রতীক। ওই যে বলি—ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি? ব্যাখ্যাটা হল—যা তা ফাঁদ নয়, প্রেমের ফাঁদ। ঘুঘু ভাগ্যবান পাখি। প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম পাখি। তাহলে পায়রার কথা বলি। একটা সাদা পায়রা কোনও বাড়ির বাইরে হঠাৎ চক্কর মারছে। কি বার্তা দিতে চাইছে? ওই বাড়িতে খুব শিগ্‌গির বিয়ে লাগবে। কোয়েলের দর্শন বা জাক শুনলে ভাগ্য খুলবে। দাঁড়কাকের অনেক খেলা। ডানদিকে বসেছিল, ডানদিকেই উড়ে গেল। মন্দের ভালো। বাঁদিকে দেলেই সর্বনাশ। দাঁড়কাক অলক্ষুণে পাখি। ইতিহাসে ভীষণ বদনাম। ইতিহাস থেকে আমরা সিসেরোর মৃত্যু-দিনের ঘটনাটি নিতে পারি। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। তখন সকাল। কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক এসে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ল। ঠোঁট দিয়ে টান মেরে বিছানার চাদরটা মেঝেতে ফেলে দিল। সিসেরোর খুব মজা লেগেছিল। পর মুহূর্তেই তিনি খুন হলেন। ভাগ্য ভালো—দাঁড়কাক সাধারণত জনপদের বাইরে থাকে। পল্লিতে ঢুকে পড়লেই চিন্তার কারণ—দুর্ভিক্ষ, মহামারীর আশঙ্কা।

চড়ুই পাখির কি কোনও ভূমিকা আছে? পাখির জগতেই চড়ুই পাখিকে বলা হয়— unfortunate bird হতভাগ্য। চড়ুই পাখি ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে না, তবে প্রেমিকদের পছন্দ করে। চড়ুই মানে প্রেম। বিশেষ আর একটি পাখি হল—সারস। সংস্কৃতে ক্রৌঞ্চ। A lucky bird রোমক দৈবজ্ঞের মত---অতি পবিত্র পাখি। সুইডেনের মানুষেরও একটি বিশ্বাস Sacred bird যিশুকে যখন ক্রুশে ঝোলানো হল তখন একটি ক্রৌঞ্চ এসে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল আর তার ডাকে ঝরতে লাগল কান্না। ক্রৌঞ্চের ক্রন্দন। সেই থেকে পাখি জগতে এই পাখিটি চিহ্নিত হল—'পবিত্রতম'।

আর একটি পাখি চাতক। অতি পবিত্র। হিন্দু বিশ্বাস---চাতম স্বাতী নক্ষত্রের জল ছাড়া অন্য জল পান করে না। বসন্তের দূত। চাতক হল নতুন জীবন, নব জন্ম, নব জাগরণ। বসন্ত আসি আসি করছে এই সময় একটি চাতক দর্শন করা ভাগ্যের ব্যাপার। চাতক বাড়িণ কানাচে বাসা বাঁধলে সাফল্য আসবে, সুখ আসবে, বরাত খুলে যাবে।

না— অনেক হল। এর শেষ নেই। তন্ত্রে, পুরাণে আরও কত কী আছে—সে এক মহাভারত। এ তো গেল জীবলোকের কথা। পরলোক, প্রেতলোক থেকে কত কি আসে। বাতাস ঘুরে যায়, ঘরের আলো কমে যায়, শব্দ আসে, কম্পন আসে, উত্তাপের তারতম্য হয়। নানা রকমের গন্ধ নাকে আসতে পারে। কিছু গন্ধ ---দিব্যগন্ধ। মা সারদা বলতেন, দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেই নাকে আসত পদ্ম ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ। ঠাকুরের অঙ্গ সুবাস। ঘরখানি যেন বৈকুন্ঠ। ঠাকুর একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, কোনও কোনও সময় নাকে হঠাৎ দুর্গন্ধ লাগতে পারে। দেখা গেল কোথাও কোনও উৎস নেই। চারদিক পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন,তবু গন্ধ। তখনই বুঝতে হবে অদৃশ্য কোনও প্রেত বা পিশাচ ওই পথে চলে গেল। কোনও বাড়িতে ওই গন্ধ যদি আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সাবধান। অমঙ্গলের পূর্বাভাস। খারাপ কোনও আত্মা ঘাঁটি গেড়েছে। পীররা। যাঁরা 'মুশকিল আসান' করেন, তাঁর বলবেন, কেউ তোমার ঘরে জিন ছেলে দিয়েছে। এ এক অন্য জগৎ । তুকতাক, ঝাড়-ফঁকু, ওঝা, গুনীন, চণ্ড, নামানো, ভূত তাড়ানো, বিতিত্র শাস্ত্র, বিচিত্র সব পদ্ধিতি। তন্ত্রে, অর্থব বেদে কত কী যে আছে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব কামারবাটির গঙ্গার ধারে অবস্থিত গোপালের মার আবাসে প্রেতের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঠাকুর একটি ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাখাল মহারাজা। সময় দ্বিপ্রবহর। হঠাৎ ঘর ভরে গেল দুর্গন্ধে। বিকট গন্ধ। রাখাল মহারাজ নিদ্রিত। ভাবছেন, এই পবিত্র স্থানে এমন উৎকট গন্ধ কোথা থেকে আসছে!

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

বৃহস্পতিবার দ্বাদশের কলা ও বানিজ্য বিভাগের ফলাফল ঘোষণা করে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ছবি- নিজস্ব।

দেশের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতের অপপ্রচারের জবাব দেয়ার জন্য প্রবাসীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য বিএনপি-জামায়াত জোটকে অভিযুক্ত করে এর যথোপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশী, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ফিনল্যান্ডের রাজধানীতে গতরাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত জোট ষড়যন্ত্র করে এবং দেশের বিরুদ্ধে অপপর্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার (সচিব) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের এই অপপ্রচারের 'যথোপযুক্ত জবাব' দেয়ার আহবান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে হেলসিংকির হোটেল কেম্প এ অল ইউরোপীয় আওয়ামী লীগ এবং ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগ যৌথভাবে এই সংবর্ধনার আয়োজন করে।

শেখ হাসিনা তাঁর ত্রিদেশীয় সফরের শেষ ধাপে ৫ দিনের সফরে বর্তমানে ফিনল্যান্ডে অবস্থান করছেন। এর আগে তিনি জাপান ও সৌদি আরব সফর করেন।

বিএনপি-জামায়াত তাদের বিদেশে পাচার করা বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থের দ্বারা বিত্তশালী হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেই অর্থের সাহায্যে তারা বিদেশে লবিষ্ট নিয়োগ করে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী এ সময় দেশের ব্যাপক উন্নয়নের চিত্র বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন,'যারা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সফল হবেন তাদেরকে দলে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হবে।'

শেখ হাসিনা যে যেখানে বসবাস করছেন সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য প্রবাসীদের প্রতি পরামর্শ দেন।

ভাষণের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আনন্দের সঙ্গে বলেন, লাখ লাখ মানুষ তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আপনজনের সঙ্গে নিরাপদে পবিত্র ঈদ উদযাপন করেছে।

তিনি বলেন, ঈদে ঘরমুখো যাত্রায় জনগণ প্রায় যানজট মুক্ত পরিবেশে রাস্তায় চলাচল করেছে, একইসঙ্গে রেলপথ, নদীপথ এবং আকাশ পথেও তাদের চলাচলের সুবন্দোবস্ত ছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং জনগণ যার সুফল পেতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি- কেননা জাতির পিতা তাঁর সারাটি জীবনই বিপন্ন জনগণের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষতায় এসে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশে পরিণত করে, কিন্তু এরপরে ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট আবার ক্ষমতায় এলে দেশটি পুনরায় খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়।

তিনি বলেন, সে সময় বিএনপি-জামায়াত জোট বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদকে অন্যদেশের কাছে বিক্রি করে দেয়ার মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল।

বিএনপি-জামায়াতের সেই সরকারের সময় দেশের নিয়ন্ত্রণহীন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং দুর্নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ তখন বিশ্বে পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।'

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াতের সেই দুঃশাসন এবং অপকর্মের জন্যই পরবর্তীতে এক এগারোর সৃষ্টি হয় এবং দেশে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসে।

প্রধানমন্ত্রী সেই তত্ত্বাবধায়কের আমলে তাঁর দেশে ফেরার বিষয়ে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রবাসীদের সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গত ১০ বছরে বাংলাদেশ চমকপ্রদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছে যা বহিঃবিশ্বে দুর্ভিক্ষ, ঘুর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অতীত পরিচয়কে মুছে দিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।'

তাঁর সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, কোন একটি মানুষও ক্ষুধার্ত থাকবে না, কেউ গৃহহীন থাকবে না।

দেশবাসীর কর্মসংস্থান এবং দেশের শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের দেশব্যাপী একশ' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগও তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা তাঁর সাম্প্রতিক জাপান সফরকালীন চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪০তম অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (ওডিএ) চুক্তি স্বাক্ষরের প্রসংগ তুলে ধরে বলেন, 'এটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।'

'এছাড়া, সাম্প্রতিক সৌদি আরব সফরে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, ' বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

অল ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি ড় নজরুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফ এবং ফিনল্যান্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি মো. আলী রমজান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ফিনল্যান্ড এবং নরওয়ের প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে একটি কনসুলেট অফিস খোলার প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে বলেও উল্লেখ করেন।

নিট-এর ফলাফলে বেহাল বাংলা, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ৬ মে (হি.স.) : চিকিৎসার নানা শাখায় ভর্তির সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ফল রীতিমত হতাশার। 'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট' (নিট)-এ প্রথম দশে এ রাজ্যের কেউ নেই। প্রথম ১০০-তে মাত্র চার জন।

পরীক্ষার এক মাস বাদে, প্রকাশিত হয়েছে সারা দেশের মেডিক্যাল, ডেন্টাল ও আয়ুশ শাখার বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে ভর্তির সর্বভারতীয় পরীক্ষা নিট তথা ন্যাশনাল এন্ট্রান্স কাম এলিজিবিলিটি টেস্ট-এর ফল। তাতে কলকাতার পিকনিক গার্ডেন এলাকার বাসিন্দা সাউথ পয়েন্ট স্কুলের হেমন্ত খাণ্ডেলিয়া একাদশ স্থান অধিকার করলেও প্রথম দশে বাংলার কোনও ছাত্রছাত্রী জায়গা করে নিতে পারেনি। নিট র‍্যাঙ্কিং-এ প্রথম পঞ্চাশে আছেন পশ্চিমবঙ্গের আরও এক ছাত্র দীপ্রসোম দাস। সব মিলিয়ে প্রথম একশোতে রয়েছেন বাংলার চার পড়ুয়া।

নিট-এর অন্যতম পরীক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানাধিকারী সত্যম কর এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁর বাবা গৌতম কর বৃহস্পতিবার সকালে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "ছেলের সর্বভারতীয় স্থান ৫২ হাজারেরও বেশি। আর, অসংরক্ষিতদের তালিকায় ২৬ হাজারের ওপরে। তবে, আমাদের ইচ্ছে ও এ রাজ্যেই ডাক্তারি পড়ুক। সেটা সম্ভব হল কিনা, তা জানতে আরও দিন সাত অপেক্ষা করতে হবে।"

নিট-এ পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের অবস্থা কেন এ রকম? দেশে চিকিৎসকদের প্রাচীনতম এবং সর্বভারতীয় সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) ভাবী সভাপতি (প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট) উজ্জ্বল সেনগুপ্ত 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এটা রাজ্যের একটা সার্বিক অধঃপতনের নজীর। একসময় আইএএসের মত সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাংলার পরীক্ষার্থীরা ওপরের দিকে থাকতেন। এখন একেবারেই থাকেন না। নিট-এ তার ব্যতিক্রম হবে কি করে?"

'সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম'-এর সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "নিট-এর প্রশ্নপত্রের ঘরানা সিবিএসসি-র ধাঁচে। আমরা দাবি করেছিলাম, আগের মত আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই পরীক্ষার আয়োজন করতে। যেহেতু সারা ভারতে পঠনপাঠনের মান এক নয়, কিছু অঞ্চলের পরীক্ষার্থী এ রকম পরীক্ষায় সমস্যায় পড়বেনই। এ রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের জন্য সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিত উপায়ে আগাম প্রশিক্ষণ শিবির করতে পারলে ভাল হবে।"

নিট-এর আয়োজক সংস্থা এনটিএ সূত্রের খবর, সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় বসেছিলেন ১৪ লক্ষ ১০ হাজার ৭৫৫ জন ছাত্রছাত্রী। র‍্যাঙ্ক লিস্টে স্থান পেয়েছেন প্রায় আট লক্ষ ছাত্রছাত্রী সাত লক্ষ ৯৭ হাজার ৪২ জন। প্রথম হয়েছেন রাজস্থানের নলিন খান্ডেলওয়াল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে নয়াদিল্লির ভাবিক বনশাল ও উত্তরপ্রদেশের আকসাত কৌশিক। সূত্রের খবর, সর্বভারতীয় প্রথম পঞ্চাশ র‍্যাঙ্কিং-এর মধ্যে দিল্লির ন'জন, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের ছ'জন রয়েছেন।

উত্তর প্রদেশে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ধাক্কা ট্রাকের, হারদোইতে মৃত্যু ছ'জন যাত্রীর

হারদোই (উত্তর প্রদেশ), ৬ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাকঊ বুধবার রাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছ'জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৩০ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হারদোই জেলার সদরপুর এলাকায়ঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, ভিশরাম (৬০), গঙ্গারাম (৫০), শঙ্কর (৫৫), বালকরাম (৬০), ঋষি কুমার (৩০) এবং রাজারাম (৩৫)ঊ দুর্ঘটনায় আহত ৩০ জনের মধ্যে ১৬ জন হারদোই জেলা হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ বিলগ্রাম কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিতাধীন ১৩ জনঊ এছাড়াও একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছেঊ

হারদোই-এর সার্কেল অফিসার বিজয় সিং রাণা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে চেপে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন কমপক্ষে ৪২ জন যাত্রীঊ রাতের অন্ধকারে সদরপুর এলাকায় যাত্রীবোঝাই ওই ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাকঊ ট্রাকের ধাক্কায় ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি প্রথমে রাস্তার ধারে পরিখায় পড়ে যায়, এরপর উল্টে গিয়ে ফের সোজা হয়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছ'জন যাত্রীরঊ এছাড়াও কমবেশি আহত অবস্থায় অন্ততপক্ষে ৩০ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বিলগ্রাম কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়ঊ তাঁদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছেঊ ১৬ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে হারদোই জেলা হাসপাতালেঊ বাকি ১৩ জন বিলগ্রাম কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিতাধীনঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

উত্তর প্রদেশে ট্র্যাক্টর-ট্রলি ও ট্রাকের সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু ছ'জনের, শোকজ্ঞাপন যোগী আদিত্যনাথের

হারদোই (উত্তর প্রদেশ), ৬ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাকঊ বুধবার রাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছ'জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৩০ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হারদোই জেলার সদরপুর এলাকায়ঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, ভিশরাম (৬০), গঙ্গারাম (৫০), শঙ্কর (৫৫), বালকরাম (৬০), ঋষি কুমার (৩০) এবং রাজারাম (৩৫)ঊ দুর্ঘটনায় আহত ৩০ জনের মধ্যে ১৬ জন হারদোই জেলা হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ বিলগ্রাম কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিতাধীন ১৩ জনঊ এছাড়াও একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছেঊ

হারদোই-এর সার্কেল অফিসার বিজয় সিং রাণা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে চেপে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন কমপক্ষে ৪২ জনঊ রাতের অন্ধকারে সদরপুর এলাকায় যাত্রীবোঝাই ওই ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাকঊ ট্রাকের ধাক্কায় ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি প্রথমে রাস্তার ধারে পরিখায় পড়ে যায়, এরপর উল্টে গিয়ে ফের সোজা হয়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছ'জন যাত্রীরঊ এছাড়াও কমবেশি আহত অবস্থায় অন্ততপক্ষে ৩০ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বিলগ্রাম কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়ঊ তাঁদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছেঊ ১৬ জনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে হারদোই জেলা হাসপাতালেঊ বাকি ১৩ জন বিলগ্রাম কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিতাধীনঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ছ'জনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ উত্তর প্রদেশ সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, হারদোই দুর্ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিতা-সহ সমস্ত ধরনের সহযোগিতার জন্য জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ এছাড়াও সর্বহীত বিমা যোজনার অধীনে মৃতদের পরিবারপিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে

দামে ফের আকর্ষণীয় পতন, সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): আবারও সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার দাম কমছে পেট্রোল-ডিজেলের। রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম কমেছে ০.১৫ পয়সা থেকে ০.১৭ পয়সা পর্যন্ত এবং ০.৩৪ পয়সা থেকে ০.৩৭ পয়সা পর্যন্ত কমেছে ডিজেলের দাম। মধ্যরাত থেকেই পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। নতুন মূল্য অনুযায়ী, দিল্লিতে ০.১৬ পয়সা কমার পর পেট্রোলের নতুন দাম লিটার পিছু ৭১ টাকা ০৭ পয়সা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম কমেছে লিটার প্রতি ০.১৬ পয়সা এবং ডিজেল ০.৩৪ পয়সা। কলকাতায় পেট্রোলের নতুন দাম ৭৩.৩১ টাকা এবং ডিজেল ৬৭.১৪ টাকা প্রতি লিটার।

০.১৫ পয়সা কমার পর দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের নতুন দাম ৭৬.৭৬ টাকা এবং ০.৩৭ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম ৬৮.৩৯ টাকা। এছাড়াও চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও

দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন হাসপাতালের কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া

ঢাকা,জুন ০৬।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি বুধবার (০৫ জুন) পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন দুপুরে খালেদা জিয়ার স্বজনেরা হাসপাতালে যান। সেখানে তারা এক ঘণ্টা অবস্থান করেন।

বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, দুপুরে পরিবারের সাত সদস্য চেয়ারপারসনের সঙ্গে দেখা করেছেন। তারা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দলীয় চেয়ারপারসন।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খালেদা জিয়ার বড় বোন সেলিনা ইসলাম, তার স্বামী রফিকুল ইসলাম, ভাই শামীম ইস্কান্দার, ভাইয়ের স্ত্রী কানিজ ফাতিমা, ভাইয়ের ছেলে অভিক ইস্কান্দার উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মঙ্গলবার (০৪ জুন) দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সিনিয়র নেতারা ঈদের দিন দলীয় চেয়ারপারসনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেও ঈদের দিন তাদেরকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন মির্জা ফখরুল।

বুধবার ঈদের নামাজের পর জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের সঙ্গে বলেন, আমরা আবেদন করেছিলাম, অনুমতি দেয়নি। পরিবারের সাতজনকে মাত্র অনুমতি দিয়েছে। কারা কোডে যেটা লেখা আছে, ঈদের উৎসবের দিনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বজনদের দেখা করতে দিতে হবে। সেখানে তারা অবশ্যই বিধি লঙ্ঘন করেছেন। তারা একেবারে লিমিটেড করে দিয়েছে, পরিবারের সাতজন ছাড়া কেউ দেখা করতে পারবে না। দল বলুন, বন্ধু-বান্ধব বলুন, তার কলিগ বলুন তাদের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা অবশ্যই কারাবিধি ও জেল কোডের বিধান লঙ্ঘন এবং শিষ্ঠাচার বর্হিভূত।

দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড নিয়ে গত বছর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন পুরান ঢাকার পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখার পর গত ২ মাস আগে চিকিৎসার জন্য তাকে শাহবাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে গৃহকর্মী ফাতেমার সঙ্গে ঈদ কাটাচ্ছেন খালেদা জিয়া।

কাটলিছড়ায় বমাল ধৃত ড্রাগস কারবারি নিজাম উদ্দিন

হাইলাকান্দি (অসম), ৬ জুন, (হি.স.) : গোটা বরাক উপত্যকায় নিষিদ্ধ ড্রাগস-এর কারবার দেদার চলছে তার ফের প্রমাণ মিলেছে। আজ বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ায় বমাল পাকড়াও করা হয়েছে এক ড্রাগস কারবারিকে। কাটলিছড়া হাসপাতালের সম্মুখবর্তী স্থানে পুলিশের হাতে ধৃত ব্যক্তিকে নিজাম উদ্দিন বড়ভুঞা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ধৃত নিজামের হেফাজত থেকে ৭ প্যাকেট হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ছয়ের পাতায়

আম্বালার সন্নিকটে ফোমের গদি তৈরির ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

আম্বালা (হরিয়ানা), ৬ জুন (হি.স.): হরিয়ানায় আম্বালা শহরের সন্নিকটে ফোমের গদি তৈরির ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডঊ বৃহস্পতিবার আম্বালা শহর থেকে কিছুটা দূরে আম্বালা-চণ্ডীগড় জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত ফোমের গদি তৈরির ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গদি তৈরির ফ্যাক্টরিটিঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১২টি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার আম্বালা শহর থেকে কিছুটা দূরে আম্বালা-চণ্ডীগড় জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত ফোমের গদি তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগেঊ ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাঊ ওই ফ্যাক্টরির আশেপাশে আরও বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টরি থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন

ছয়ের পাতায়

রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমাল আরবিআই, কমতে পারে গৃহঋণ-সহ অন্যান্য সুদের হার

মুম্বই, ৬ জুন (হি.স.): রেপো রেট (যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)ঊ এর আগে রেপো রেট ছিল ৬ শতাংশ, ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমার পর রেপো রেট এখন ৫.৭৫ শতাংশঊ এছাড়াও রিভার্স রেপো রেট এবং ব্যাঙ্ক রেট যথাক্রমে ৫.৫০ শতাংশ এবং ৬.০ শতাংশ স্থির করল আরবিআইঊ

জিডিপি প্রোজেকশন স্থির করা হল ৭.০০ শতাংশঊ এর আগে জিডিপি প্রোজেকশন ছিল ৭.২ শতাংশঊ ২০১৯-২০-র প্রথমার্ধে মুদ্রাস্ফীতি আউটলুক ৩.০ শতাংশ থেকে ৩.১ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে ৩.৪ শতাংশ থেকে ৩.৭ শতাংশ স্থির করা হলঊ এছাড়াও এটিএম চার্জ এবং ফি-র সম্পূর্ণ ব্যাখ্যামূলক পরীক্ষার জন্য আরবিআই একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঊ সিইও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ)-এর চেয়ারম্যান এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা থাকবেন ওই কমিটিতেঊ প্রথম বৈঠকের দু'মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দিতে হবে কমিটিকেঊ

উল্লেখ্য, চলতি বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার রেপো রেট কমাল আরবিআইঊ এর আগে ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে রেপো রেট কমিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াঊ রেপ রেট কমানোয় সুদের হার কমাতে পারে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিঊ উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষঊ বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করবে না আরবিআই।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

বক্স-অফিস কাঁপিয়ে গ্র্যান্ড এনন্টি নিল সলমনের

মুম্বই: সল্লু ভাইয়ের ছবি বলে কথা, তা যে সিলভার স্ক্রিন কাঁপাবে একথা বলাই বাহুল্য। জকাল আর ১০০ কোটির ক্লাব নয়, সংখ্যাটা যে কোথায় পৌঁছবে তা বলা বেশ মুশকিল। আর সলমন খানের ছবি, তাও আবার ঈদে মুক্তি পাচ্ছে, তার যেন ব্যাপারই আলাদা। আর হলও সেরকমটাই। বুধবার সিলভার স্ক্রিনে হাজির ভারত। সলমন-ক্যাটরিনা অভিনীত ছবি দেখতে প্রথম দিনই সিনেমাহলে উপচে পড়া ভিড়। নিচের ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন সপ্তাহের মাঝেও হাউসফুল সিনেমাহল।তবে আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বুকিং। ভক্তরাও রিস্ক নেননি। সল্লু ভাইয়ের ছবি, দেখতেই হবে ফার্স্ট ডে-তে। অবশ্য ফার্স ডে ফার্স শো যাঁরা দেখতে পেয়েছেন তাঁদের আজকের দিনের ডবল আনন্দ বলাই যায়।ঈদে প্রথম দিনেই রেকর্ড ব্রেকিং এনন্টি নিয়েছে ভরত। মর্নিং শো-তেই ৬০-৬৫ শতাংশ ভরে যায় সিনেমাহল। আর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শতাংশ পৌঁছে যায় ১০০-তে। চিত্র সমালোচকদের মতে, সলমনের ভক্তসংখ্যাই অগণিত। সারা দেশে ৪৫০০-এরও বেশি স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে ভারত। তাই স্বভাবতই ক্রেজ যে বেশ কিছুদিন থাকবে তা বলাই যায়।অন্যদিকে বিজনেস অ্যানালিস্ট এবং চিত্র সমালোচক তরণ আদর্শ জানান, দুবাই, অস্ট্রেলিয়া অনেক দেশেই এটি সবথেকে বড় রিলিজ। ৭০ টি দেশে বুধবার মুক্তি পেয়েছে ভারত।আলি আব্বাস জাফর পরিচালিত এই চবিতে সলমন-ক্যাটরিনা ছাড়াও রয়েছেন টাবু, সুনীল গ্রোভার, দিশা পাটানি, সতীশ কৌশিক, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখরা।২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ছবি এর ওপর ভিত্তি করেই ২০১৮ সালে শ্যুটিং শুরু হয় ভরতের। এই ছবি আগামী সাতদিনে বক্স-অফিসে কি ধামাল করে এখন তারই অপেক্ষা।

আদর্শ পুরুষ'' হয়ে কামব্যাক সলমনের, বক্স অফিসে ঝড় তোলার পথে ''ভারত''নিউ ইয়র্ক, সুলতান, টাইগার জিন্দা হ্যায়-র মতো বক্স অফিসে ঝড় তোলা সমস্ত ছবি রয়েছে আলি আব্বাস জাফরের ঝুলিতে। তাই আরও একবার সলমন খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে বড়পর্দায় ভাল কিছু তুলে ধরবেন, এমন আশাতেই বুক বেঁধেছিলেন দর্শকরা। আর ইদে তিনি যে ''ইদি'' দিলেন তা পেয়ে খুশিই হবেন সলমন ভক্তরা। সাম্প্রতিক অতীতে বজরঙ্গি ভাইজান-এর পর এটাই সলমনের কামব্যাক ছবি বলা যেতে পারে। টিউবলাইট এবং রেস থ্রি''র হতাশা থেকে দাবাং খানকে বের করে নিয়ে এলেন আলি আব্বাস।দেশভাগের কাহিনি, স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই, ছবিতে বরাবরই এই বিষয়গুলি ''খায়'' দর্শকরা। আর ''ভারত''কে আগাগোড়া সেই আবেগেই মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাচ-গান-রঙিন যৌবন, হাসি-ঠাট্টার মাঝেও বারবার ঘুরেফিরে এসেছে স্টেশন মাস্টার বাবাকে সলমনের হারিয়ে ফেলার কষ্ট। আদর্শ ছেলে, আদর্শ দাদা, আদর্শ বন্ধু, সর্বোপরি আদর্শ মানুষ ''ভারত''। চরিত্রের নাম যখন দেশের নামে, তখন এই সব দায়িত্বই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সলমনের কাঁধে। চিত্রনাট্যও লেখা হয়েছে সেভাবেই। গল্পের পরতে পরতে যেখানে একজন মানুষকে ছাপিয়ে ''ভারত'' হয়ে উঠেছে গোটা দেশের প্রতিচ্ছবি। তাই তো সে নিজের নামের সঙ্গে কোনও পদবিও ব্যবহার করে না। এক কথায়, এছবিতেও ''লার্জার দ্যান লাইফ'' সলমন খান। ঠিক যেভাবে তাঁকে দেখতে অভ্যস্ত তাঁর ভক্তরা। তবে গল্পের প্রবাহে বাস্তবতার ছোঁয়া লাগিয়ে বিষয়টিকে মানানসই করে তোলার অনেকটাই চেষ্টা করেছেন পরিচালক।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় লাহোর থেকে ট্রেনে চেপে ভারতে চলে আসতে হয় ছোট্ট ভারত ও তার পরিবারকে। মা, এক ভাই ও এক বোনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও বাবা ও আরেক বোনকে ভিড়ে মিশে যেতে দেখেছিল ''ভারত''। ট্রেন ছাড়ার আগে বাবাকে কথা দিয়েছিল পরিবারের খেয়াল রাখবে। আর ৭০টা বসন্ত কাটিয়েও বাবাকে দেওয়া কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সে। এমনকী, পরিবারের দেখভালে যাতে এটুকু গাফিলতি না হয়, তার জন্য ভালবেসেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে পিছুপা হয়নি। এ ছবিতে ভারত এমন একটি চরিত্র যে জীবনে কখনও কোনও ভুল কাজ করেনি। করতে গেলেও মুহূর্তে তা শুধরে নিয়েছে। যাই হোক, ভারতে এসেই সংসার চালাতে অর্থ উপার্জনে মন দিতে হয় খুদে ''ভারত''কে। কখনও সার্কাসের মঞ্চে তো তেলের খনিতে, আবার কখনও মালবাহী জাহাজে, সর্বত্রই নিজের কীর্তির বিচ্ছুরণ ঘটায় ''ভারত''।কর্মজীবনের প্রতিক্ষেত্রে আপদে-বিপদে সহকর্মীদের উদ্ধারও করে সে। তার মাঝেই ক্যাটরিনা ওরফে কুমুদের সঙ্গে প্রেম। যাকে ভালবেসে ম্যাডাম-স্যার বলেই ডাকে ভারত। কিন্তু পরিবারের কথা ভেবে বিয়েটা করা হয় না। এরই মধ্যে সময় অনেকখানি বয়ে গিয়েছে। কপিল দেবের টিম ইন্ডিয়া প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে গিয়েছে। পাক ধরেছে ভারতের চুল, গোঁফ-দাড়িতেও। কিন্তু লাহোরে হারিয়ে যাওয়া বাবা ও বোনকে এখনও ভুলতে পারেনি সে। শেষমেশ, তাদের কি খুঁজে পেল ভারত? ম্যাডাম-স্যারের সঙ্গে কি সাত পাকে বাঁধা পড়ল এই আদর্শ পুরুষ? সেটা নাহয় সিনেমা হলে গিয়েই দেখবেন। তবে এটুকু বলা যেতে পারে, সেই ক্লাইম্যাক্সেও চমক দিয়েছেন পরিচালক। ''বজরঙ্গি ভাইজান''-এর মতো ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সূক্ষ্ম চেষ্টা হয়েছে এ ছবিতেও।এবার আসা যাক ছবির চরিত্রগুলিতে। সলমনের বাবার ভূমিকায় জ্যাকি শ্রফ দারুণ ফিট করেছেন। ক্যাটরিনা আরও একবার অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঠিক মন ভরাতে পারলেন না। আর সলমন? পরিচালক তাঁকে দিয়ে যা যা করাতে চেয়েছেন, সব পেয়েছেন। আবেগ প্রবণ ভাই যখন বোনের জন্য ডুকরে কেঁদে ওঠে বা বছরের সত্তরের বৃদ্ধ যখন সঙ্গিনীকে আই লাভ ইউ বলে, তখন হলে হাতহালির ফোয়ারা। বয়সের সঙ্গে তাঁর মেক-আপও ম্যাচ করে গিয়েছে ভালই। তবে সত্তর বছরেও সাদা হয়ে যাওয়া দাড়ি-গোঁফ নিয়ে অ্যাকশনের দৃশ্যটা একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু মনে মনে ভেবে নিন না, ওঁ সলমন, দেখুন সমস্যা হবে না। তবে একজনের প্রশংসা না করলেই নয়। তিনি ভারতের বন্ধু সুনীল গ্রোভার ওরফে বিলাহৈতি। হাসি-ঠাট্টা-আবেগ-বন্ধুতায় দুর্দান্ত সাপোর্টিং চরিত্র হয়ে উঠেছেন তিনি। তবে জিন্দার মতো গান ও তেলের খনির কিছু দৃশ্য ছেঁটে ছবিটাকে আরও টাইট করা যেতেই পারত।সবশেষে বলতে হয়, আপনি যদি ভাইজানের ভক্ত হন, তবে যুক্তি-তর্ক ভুলে ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের লম্বা ছবি হেসে আর চোখের কোণে জল এনে উপভোগ করবেন। যে ছবিতে শাহরুখ থেকে অমিতাভ বচ্চনের ছোঁয়া রয়েছে, যেখানে ভারতীয় দলের বিশ্বজয় থেকে শচীনের ব্যাটিং রয়েছে, সেখানে ছবি ফ্লপ হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। সুতরাং আরও একবার যে ভারত রূপী সলমন বক্স অফিসে রেকর্ড গড়তে চলেছেন, তার আঁচ প্রথমদিনই পাওয়া গেল।

অমিতাভের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে জিতের ''শেষ থেকে শুরু''

বুধবার অর্থাতআজ মুক্তি পেয়েছে জিতের ছবি ''শেষ থেকে শুরু''। এদিন প্রায় ধাওয়া করে পৌঁছনো গেল সুপারস্টার পর্যন্ত। ছবি রিলিজের আগে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও কথা বললেন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলার সঙ্গে।আবার ''শেষ থেকে শুরু'' করলেন? অমিতাভ বচ্চনও আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।মিস্টার.বচ্চন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তার জন্য আমার ভাষা নেই। এটা হৃদয়ের বন্ধন। আসলে অমিতাভ বচ্চন পর্যন্ত পৌঁছনোটা অনেকদিন আগেই হয়েছে। তবে ৫০ তম ছবিতে ওঁর শুভেচ্ছাবার্তা অনেকটা উজ্জীবিত করে।এখনও পর্যন্ত কেমন সাড়া পাচ্ছেন দর্শকদের কাছ থেকে?ভীষণ ভাল, খুবই ভাল। গানে তো অসাধারণ সাড়া পেয়েছি। প্রথমবার অর্ক মুখোপাধ্যায় বাংলা ছবিতে কম্পোজ করলেন। ''মন আমার'' এবং ''মধুবালা'', যেমনটা একটু আগেও বলছিলাম, ভীষণ ভাল। ফিঙ্গারস ক্রসড, মানুষ এটা পছন্দ করছেন।''শেষ থেকে শুরু''র কোনও বিষয় নিয়ে বলতে হলে বলব ছবির বিষয়। অনেকদিন পরে পরিবারের গল্প আসছে, যেখানে প্রেম, বিচ্ছেদ, অমতে বিয়ে, এই সমস্তটা আসছে। এগুলো আমরা সমাজে হামেশাই দেখতে পাই। তবে ছবিতে সেটা একটু বড় আকারে।কোয়েলের সঙ্গে এতদিন পর, আবার রেকর্ড ভাঙবে?ভাঙাতে আমি বিশ্বাস করি না, গড়াতে বিশ্বাস রাখি (হাসি)। কী কী নতুন গড়ছি সেটাই লক্ষ্যে থাকে। এবারের প্রত্যেকটা চরিত্র পরিণত, গল্পের প্রয়োজনে প্রায় প্রতিটা চরিত্র সমান জায়গা পেয়েছে।আর ঋতাভরীঋতাভরী অভিনেত্রী হিসাবে আমাকে চমকে দিয়েছে। একবারেই শেষ মূহুর্তে ছবিতে নেওয়া হয়েছে ওকে। ওর চরিত্রটার জন্য অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেষ ঋতাভরীই ফাইনাল হয়েছিল। আর ও অসম্ভব ভাল করেছে।জিতও ঋতাভরী। ছবি: ঋতাভরী চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রামঈদে হিন্দি বনাম বাংলা ছবি থাকেই, এবারেও ভাইজান রয়েছেনএই প্রশ্নটা বিগত কয়েক বছর ধরে আমি শুনছি। প্রতিটা ঈদেই ছবি তৈরি করছি। সবার দর্শক রয়েছেন। বাংলা ছবির নিজস্ব দর্শক তো রয়েইছেন। অন্যদের নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটা করে যাওয়া ভাল। আর যে জিনিসটা আপনি বদলাতে পারবেন না, সেটা না ভেবে নিজের কাজ করে যাওয়াটা শ্রেয়। তাছাড়া হিন্দি মার্কেট হিসাবে অনেক বড়। আমরা দর্শককে ছবি দেখতে দেখেছি, তাই তো প্রত্যেকবার রিলিজ করে আসছি ছবি।বাংলা ছবি মানুষ দেখছেন না, এই রবটা তো রয়েছে!কে বলেছে বাংলা ছবি দর্শক দেখছেন না? মানুষ সিনেমা হলে গিয়ে দেখছেন, টেলিভিশনে দেখছেন। সকালবেলাই বাবা বলছিলেন, একজন অবাঙালির সঙ্গে দেখা হলো। একজন আলাপ করিয়ে দিলেন, জিতের বাবা বলে। উনি বললেন, হ্যাঁ জিতকে চিনি। বাবা জিজ্ঞেস করায় পর পর আমার ছবির নামগুলো বলে গেলেন। জানালেন, সিনেমা হলে দেখা হয় না, তবে টিভিতে দেখা। ছবি না দেখলে ছবি তৈরি হচ্ছে কি করে? ছবির সংখ্যা তো কমছে না? নতুন নতুন প্রযোজক, টেকনিশিয়ান আসছেন। আসলে সিনেমার ব্যবসায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ সাকসেস রেট। আর সেটা ভাল।ঈদেও ব্লকবাস্টার সোনাদার ''দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন''একটা ছবির মার্কেটিংয়ের দিক নিয়ে আপনি কতটা ভাবেন?আমার মার্কেটিং টিম রয়েছে। তারা বিষয়টা দেখে। আমার ভাবনা চিন্তা সব জায়গাতেই থাকে। তবে টিমের সঙ্গে বসে আইডিয়া আলোচনা করি।''শেষ থেকে শুরু'' নিয়ে দর্শককে কী বলবেন?ধন্যবাদ জানাব! আমার ৫০ তম সিনেমাতেও আমার সঙ্গে থাকার জন্য এবং এতটা ভালবাসা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ আমি। চেষ্টা করব আরও ভাল ভাল ছবি উপহার দেওয়ার।

কিডন্যাপ''-এ নজর কাড়লেন রুক্মিনী, তবে ছবি জমল কি?

শুরুটা বেশ। মানবপাচার, বছর একুশের নিখোঁজ যুবতী, অসহায় বাবা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাত মানবপাচার চক্রের কর্মকাণ্ডের ঝলক মিলল। সাংবাদিক মেঘনার সঙ্গে দেবের বন্ধুত্ব, মাখোমাখো প্রেম-রোম্যান্সে জমজমাট বিনোদনের মোড়কে টানটান ''কিডন্যাপ''-এর চিত্রনাট্য। রোমাঞ্চ আছে বইকী, তবে তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ছবির দ্বিতীয়ার্ধ অবধি।

''মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, গত দু''মাস হয়েছে আমার মেয়ে নিখোঁজ.'' এই মর্মে শুরু হয়েছে ছবির গল্প। মেয়ের সন্ধান পাওয়ার আশায় অসহায় বাবা চিঠি লিখছেন প্রশাসনকে। জুতোর শুকতলা খুঁইয়েও মেলেনি মেয়ের খোঁজ। ভালবাসার মানুষের ফাঁদে পা রেখে পাচার হয়ে গিয়েছে দুবাইয়ে। ট্রেলারেই মিলেছিল নারী পাচারের আভাস। সেই মেয়ের সন্ধানে দুবাইয়ে পা রাখা মেঘনা অর্থাত রুক্মিণীও সেই জালে জড়িয়ে পড়ে। কাহিনি যত গড়িয়েছে খুলেছে রহস্যের জট। ঠুঁটো-জগন্নাথের মতো পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ভাবাবে এই ছবি। তবে, দ্বিতীয়ার্ধের পর গল্পে রয়েছে চমক। দেশ-বিদেশে নারীপাচার নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে একদল। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে এই পাচারচক্র সক্রিয়। দিনের পর দিন অপহৃত হচ্ছে মেয়েরা।

কিন্তু তাদের ধারে কাছে যাওয়া তো দূর, পাওয়া যাচ্ছে না টিকিটিও! যে করেই হোক পর্দাফাঁস করতেই হবে কে বা কারা, কোথা থেকে এই পাচারচক্র চালাচ্ছে। সাংবাদিক মেঘনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েন দেব। নিজের কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয় দেব। অপহৃত হওয়া মেয়েটির বাবাকে আশ্বাসবাণী দেয়, ''যে করেই হোক আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করবই আমি''। বেশ কিছু অ্যাকশন সিক্যোয়েন্সে নজর কেড়েছেন দেব। রুক্মিণীর অভিনয়ও বেশ প্রশংসনীয়। আগের ছবির তুলনায় ''কিডন্যাপ''-এ অভিনেত্রী হিসেবে অনেকটাই পরিণত তিনি। উল্লেখ্য, এই ছবিতে দেব কিন্তু নিজের নামই ব্যবহার করেছেন।দেব-রুক্মিনী ছাড়াও ''কিডন্যাপ''-এ অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা সেন, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দন সেন। অপহৃতা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা। তবে, খুব বেশিক্ষণের স্ক্রিন প্রেজেন্স না থাকলেও বাবার ভূমিকায় নজর কেড়েছে চন্দন সেনের অভিনয়। তবে, ছবির শুরুটা জমিয়ে হলেও দেব-রুক্মিনীর রোম্যান্স দেখাতে গিয়ে কোথায় যেন মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাল কেটে গেল। সেই রোমাঞ্চের স্বাদ পাওয়া গেল দ্বিতীয়ার্ধে। তবে, ইদের মরশুমে সপ্তাহান্তে দেখে আসাই যায় ''কিডন্যাপ''।

৫০০ টাকার টি-শার্ট পরে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি: সলমান খান

মহানগর ওয়েবডেস্ক: মুক্তি পেয়েছে ''ভারত''। প্রেক্ষাগৃহে জমিয়ে চলছে ছবিটি। পাশাপাশি ব্যবসাতেও লাভ হচ্ছে। ছবি মুক্তির একদিন আগেই ''ভারত''-এর সব টিকিটিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বলাই যেতে,ইদে ''ভাইজান''-এর ছবি একেবারে হিট। বক্স অফিসে তাঁর রাজত্ব চলছে। যদি ''রেস ৩'' এবং ''টিউবলাইট'' ফ্লপ হওয়ার পরেও ''ভারত''-এর বিষয়ে তিনি একেবারে আশাবাদী। সলমান বলেন, প্রচার করতে হয়েছে। ভক্তদের উপহার দিয়ে ফেলেছি। এবার ইদির অপেক্ষায় রয়েছি। অভিনয়ের পাশাপাশি সলমানের স্টাইলেরও বেশ প্রশংসা হয়ে থাকে। ব্রেসলেট থেকে শুরু করে ''বিং হিউম্যান''-এর টি-শার্ট এই সবকিছুই চলছে ফ্যাশনে। ''ভাইজান''-কে ফ্যাশন গুরু মনে করেন তাঁর ভক্তরা। তবে তিনি কি নিজেকে স্টাইল আইকন মনে করেন?

প্রশ্নের উত্তরে সলমান বলেন, আমি একটা জামা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পরে থাকতে পারি। জামা কাপড়ের বিষয়ে আমি একেবারেই খুঁতখুঁতে নই। আমি ৫০০ টাকার টি-শার্ট পরে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি। গত ৫ বছর ধরে আমি আমার কালো টি-শার্ট পরে যাচ্ছি। সঙ্গে রেখেছি আমার পছন্দের জিনসও। পাশাপাশি জুতো এবং বেল্টও সমানতালে পরে চলেছি ৫ বছর ধরে। তবে ওই কালো টি-শার্ট, জিনস, বেল্ট এবং জুতো অভিনেতাকে উপহার দিয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ।

তিনি আরও বলেন, আমি খবরে দেখি এবং পড়ি যে আপনারা মহিলাদের পোশাক নিয়ে একটু বেশি চিন্তিত থাকেন। কখনও লেখেন, তিনি এই পোশাক পরেছেন, আবার লেখেন তাঁর এই পোশাক পরেছেন অন্য একজন। কেন এত খুঁতখুঁত জানি না। তবে আমি বিষয়ে একেবারেই চিন্তা করিনা। পুরনো জিনিস বারেবারে পরে যাই। তোমাকে শুধু ধুয়ে পড়তে হবে। আবার এই কাজের পুনরাবৃত্তি করবে। আমি জানি সবাই নতুন পোশাক পরতে পছন্দ করেন। আমিও করি, তবে এই বিষয়ে খুব একটা অতিব্যস্ত নই।

আসছে তেলাপোকার দুধ

অনেক দেশেই তেলাপোকা খাওয়া হয়। তেলাপোকার দুধ দিয়ে সকালেরনাস্তা? শুনেই অবাক হচ্ছেন। তবে ঘটনা কিন্তু সত্যি। তেলাপোকার দুধকে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ পরবর্তী সুপারফুড হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যাচ্ছে, তেলাপোকাদ্দর দুধ আপনার জন্য হতে পারে বিশেষ উপকারী কারণ এতে গুরুর দুধের চেয়েও অনেক বেশি শক্তি রয়েছে। রয়েছে অনেক বেশী অ্যামিনো অ্যাসিড।

তেলাপোকার পেট কেটে দুধ সংগ্রহ করার চিন্তা করাই প্রায় অসম্ভব।

যেমনটা সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। প্যাট পার্কিন্স ট্যুইট করেছেন ,প্লিজ , তেলাপোকার দুধ যেন বাস্তবে পরিরত না হয়।''

জেডি প্যান্টস মন্তব্য করেছেন , 'আমার ১৫ ফুটের মধ্যে কেউ যদি 'তেলাপোকার দুধের' কথা চিন্তাও করে তাহলে আমার এমন প্যানিক অ্যাটাক হবে যে সেটা (ভুমিকম্প মাপার) রিখটার স্কেলে দেখা যাবে।''

কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে যেসব চ্যাট চলছে , তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তেলাপোকার দুধ কিভাবে সংগ্রহ করা হয়?

এই দুধ সংগ্রহ করা হয় তেলাপোকার একটি বিশেষ জাত- প্যাসিফিক বিটল কক্করোচ থেকে। এই তেলাপোকা ডিম পাড়ে না। এরা বাচ্চা দেয় এবং এর দেহে দুধ তৈরি হয়। তবে এই দুধ তরল আকারে থাকে না। তই দুধ দোয়ানোর' কোন ব্যাপার থাকে না। বিজ্ঞানীরা তেলাপোকার পেট কেটে তার মধ্য থেকে স্ফটিক আকারে থাকা এই দুধ সংগ্রহের কথা বলছেন।

তেলাপোকার দুধ নিয়ে গবেষণা করছে যেসব বিজ্ঞানী তাদের একজন হলেন ড. লিওনার্ড শ্যাভাজ।

তিনি জানাচ্ছেন, বাণিজ্যিকভাবে তেলাপোকার দুধ সংগ্রহ করতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতি ১০০ গ্রাম দুধের জন্য আপনাকে ১০০০ তেলাপোকা হত্যা করতে হবে।'' তবে এই দুধ দিয়ে আইসক্রিম তৈরির মনেও আনবেন না, 'বলছেন তিনি। বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্য হিসেবে তেলাপোকা বেশ জনপ্রিয়।

পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণে গিয়ে অনেকেই স্ট্রিট ফুড হিসেবে ভাজা তেলাপোকার স্বাদ নিয়েছেন।করতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতি ১০০ গ্রাম দুধের জন্য আপনাকে ১০০০ তেলাপোকা হত্যা করতে হবে।'' তবে এই দুধ দিয়ে আইসক্রিম চেখে দেখেছেন তেলাপোকার কাবাব।

তাই ভবিষ্যতে আপনার খাবার টেবিলে তেলাপোকার দুধ পরিবেশ করা হবে না, একথা হলফ করে বলা যায় না।

উত্তেজনা বাড়িয়ে সামনে এল কবীর সিং-এর নতুন পোস্টার

শাহিদ কাপুরের সঙ্গে গভীর চুম্বনরত অবস্থায় ধরা পড়লেন কিয়ারা আডবানী। কি চমকে গেলেন তো? এটাই ''কবীর সিং''-এর নতুন পোস্টার। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া তেলগু ছবি ''অর্জুন রেড্ডী''-র হিন্দি রিমেক এটি। ''অর্জুন রেড্ডী''-র পোস্টারেও একই রকম ভাবে দেখা গেছিল ছবির অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও শালিনী পান্ডেকে।

এক নজরে দেখুন ''কবীর সিং''-এর নতুন পোস্টার -নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহিদ কাপুরের সঙ্গে গভীর চুম্বনরত অবস্থায় ধরা পড়লেন কিয়ারা আডবানী। কি চমকে গেলেন তো? এটাই ''কবীর সিং''-এর নতুন পোস্টার। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া তেলগু ছবি ''অর্জুন রেড্ডী''-র হিন্দি রিমেক এটি। ''অর্জুন রেড্ডী''-র পোস্টারেও একই রকম ভাবে দেখা গেছিল ছবির অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও শালিনী পান্ডেকে। এক নজরে দেখুন ''কবীর সিং''-এর নতুন পোস্টার -দুটি ছবিরই পরিচালক সন্দীপ রেড্ডী ভাঙ্গা।

প্রসঙ্গত, ''অর্জুন রেড্ডী'' ছবিটি পরিচালকের জন্য একটি বিশেষ ছবি ছিল। কারণ, ছবির শুটিং চলাকালীন সন্দীপ বাবা হন। ছেলের নামও রাখেন ছবির নামেই।বক্স অফিসেও ''অর্জুন রেড্ডী'' বেশ সাফল্য পেয়েছিল। ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে ''কবীর সিং''-এর ট্রেলারও। ছবির ট্রেলারটিও অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনেকে আবার ''অর্জুন রেড্ডী''-র সঙ্গে এ ছবিটির তুলনাও করতে শুরু করেছেন। দুটি ছবির বিষয়ে তুলনা করতে গিয়ে ছবির পরিচালক সন্দীপ বলেছেন, 'এই ছবিতে চ্যালেঞ্জ ছিল একজন পাঞ্জাবী ছেলেকে দেখানো যার জন্ম এবং বড় হওয়া মুম্বাইতে। সে দিল্লী যায় মেডিসিন নিয়ে পড়তে। এখানে তাঁর ভাষাটা শুধরে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যে ভাবে ''অর্জুন রেড্ডী'' ''কবীর সিং''এ রূপান্তরিত হয়েছে সেটা সত্যিই ভাল।' ''কবীর সিং'' মুক্তি পাবে ২১ জুন। এ বার একেবারে অন্য ভূমিকায় শাহিদকে দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছেন তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা।

অন্যরূপে ধরা পড়লেন নুসরত

ঈদে একে অপরকে চলছে শুভেচ্ছা জানানোর পালা। তারকা, রাজনীতিক থেকে শুরু করে একে একে অনেকে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তালিকায় রয়েছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী, তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। ঈদের শুরুতেই ফেবুক থেকে ট্যুইটার, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ছবি সহ ঈদের শুভেচ্ছা জানান তিনি।লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৬৯ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসুকে পরাজিত করেন নুসরত।সংসদে যাওয়ার আগে আজমের শরিফে যান নায়িকা। এরপর সংসদে উপস্থিত থাকার প্রথম দিনই মিমি এবং নুসরত ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। দু''জনকেই ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখা গিয়েছিল সেদিন। মিমির পরণে সাদা শার্ট আর ব্লু জিনস আর নুসরত পরেছেন বেগুলি রঙের একটি ওয়েস্টার্ন ড্রেস। এই ছবিকে কেন্দ্র করেই ট্রোলের শিকার হয়েছিলেন দুই অভিনেত্রী। তাঁদের সমর্থনে অবশ্য এগিয়েও এসেছিলেন অনেকেই। তবে এসবকে পাত্তা দিতে নারাজ নুসরত। রাজনীতিতে তিনি অভিজ্ঞ নন স্বীকার করেই তৃণমূল সুপ্রিমোর দেখানো পথেই কাজ করে যাবেন বলে ভরসা জুগিয়েছেন বসিরহাটবাসীকে। আর সেই ভরসাতে ভরসা করেই বসিরহাটবাসী জয়ীও করেছে নুসরতকে।একদিকে রাজনীতির নয়া সফর, সেই সঙ্গে ছবির শ্যুটিং, এরই মধ্যে আবার শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তিনি। কলকাতার ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাঁর। জানা গিয়েছে, কলকাতার শিল্পপতি নিখিল জৈনের সঙ্গে বিয়ে হবে তাঁর। কলকাতার এমপি বিড়লা ফাউন্ডেশনে পড়াশোনার পর যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্টের ওপর কোর্স করেন নিখিল। আপাতত কলকাতার প্রতিষ্ঠিত। কর্মসূত্রেই নুসরতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি বিয়ে করবেন নুসরত। এমনটাই গুঞ্জন টলিউডে।তবে এও শোনা যাচ্ছে যে, নুসরতের বিয়ে কলকাতায় হচ্ছে না। ভারতের বাইরেই ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হবে তাঁদের। ইস্তাম্বুলে এই বিয়ে হবে বলে জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে ১৯ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত এই তিন দিনের জন্য ইস্তাম্বুলের একটি পাঁচতারা হোটেল বুক করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। ভোটের আগেই সংবাদমাধ্যমে প্রেমিকের কথা স্বীকার করেছিলেন নুসরত। সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাতা র দিতে গিয়ে স্বীকার করেছিলেন যে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাঁর। ইনস্ট্রাগ্রামে তাঁর মিঃ পারফেক্টের সঙ্গে ছবি দিয়েও যেন দেননি তিনি। এমনই ধোঁয়াশায় রেখেছেন। তবে শুভ খবর আসতে যে বেশি দেরি নেই তার পূর্বাভাস আগেই দিয়ে দিয়েছেন টলি সেনসেশন এবং সাংসদ নুসরত জাহান।

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যদিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত

ঢাকা,জুন ০৬।। যথাযোগ্য মর্যাদা, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যদিয়ে আজ রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে।

দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈদের নামাজ আদায়ের মধ্যদিয়ে পালন করছেন তাদের অন্যতম প্রধান এই ধর্মীয় উৎসব।আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের আশায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ধর্মপ্রাণ লাখোল্লকোটি মানুষ আজ সকালে ভারী বর্ষণকে উপেক্ষা করে ঈদগাহ, মসজিদ ও খোলা মাঠে সামিয়ানার নিচে আজ ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।

সকাল সাড়ে ৮টায় রাজধানী ঢাকায় প্রধান ঈদ জামাত হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হাসান, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি, সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের কূটনীতিকসহ সর্বস্তরের লাখো মানুষ উৎসব আমেজে সেখানে নামাজ আদায় করেন।

নামাজ শেষে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত সবার সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাতের ইমামতি করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। নামাজ শেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাহসহ দেশ ও জাতির কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জাতীয় ঈদগাহের এ জামাতের আয়োজন করে। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ঈদগাহে পৌঁছলে সিটি মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন তাঁকে স্বাগত জানান।

এ প্রধান জামাতে মহিলা ও বিদেশী কূটনীতিকদের নামাজ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মুসুল্লিদের জন্য ওযু, খাবার পানি ও মোবাইল টয়লেটেরও ব্যবস্থা ছিল।

জাতীয় ঈদগাহে সুষ্ঠুভাবে ঈদ জামাত অনুষ্ঠানে নেয়া হয় তিন স্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঈদগাহে সকল প্রবেশ পথ এবং ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের নামাজের স্থানসহ ঈদগাহ মাঠের গোটা প্যান্ডেলে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। মুসল্লিদের ঈদগাহে প্রবেশের আগে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশীর পর আর্চওয়ে দিয়ে প্যান্ডেলে প্রবেশ করতে হয়।

প্রধান এ জামাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাদা পোশাকে র‌্যাব এবং পুলিশ সদস্যরা ঈদগাহ ময়দানে সার্বক্ষণিক তৎপর ছিলেন।

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবার ৫৬৮টি স্থানে ঈদ জামাতের আয়োজন করে। দক্ষিণ সিটির ৭৪টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে ৪টি করে এবং জাতীয় ঈদগাহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠসহ মোট ২৯৮টি স্থানে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫৪টি ওয়ার্ডে ৫টি করে মোট মোট ২৭০টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জামাত অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে। এখানে এবারও ৫টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত হয় সকাল ৭টায়। এর পরপর আরো ৪টি জামাত যথাক্রমে ৮টা, ৯টা, ১০টা ও পৌনে ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিবুল্লাহিল বাকী নদভী, দ্বিতীয় জামাতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মহিউদ্দিন কাসেম, তৃতীয় জামাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক ড় মাওলানা মুশতাক আহমাদ, চতুর্থ জামাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস মাওলানা ওয়ালীয়ূর রহমান খান এবং পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মাওলানা জুবাইর আহাম্মদ আল আযহারী ইমামতি করেন। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদুল ফিতরের জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, জাতীয় সংসদের হুইপবৃন্দ, সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এলাকার মুসল্লিগণ জামাতে অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআয় ঈদের দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায় এবং দ্বিতীয় জামাত হয় সকাল ৯টায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মেইন গেইট সংলগ্ন মাঠে সাড়ে ৮টায় ও ড় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল লনে সকাল ৮টায় পৃথক দু'টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া রাজধানীর মীরবাগ জামে মসজিদে সকাল ৮টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বছরের মতো এবারও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এবার শোলাকিয়ায় ১৯২তম ইদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে। জামাতে ইমামতি করেন বাংলাদেশ ইসলাহুল মুসলেমিন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ।

মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

মুসলিমদের ধর্মীয় এ উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও দেশবাসীকে ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিন দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নগরীর লাখ লাখ বাসিন্দা গ্রামের বাড়িতে আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ঈদের খুশি ভাগাভাগি করতে ইতোমধ্যে রাজধানী ছেড়ে গেছেন।

পবিত্র এ দিনটিতে উৎসবের আমেজ দিতে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সড়ক দ্বীপসমূহে জাতীয় ও ঈদ মোবারক খচিত পতাকা দিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সকল সরকারি-বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা ও ঈদ মোবারক খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়াও নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবনগুলো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের সকল কারাগার, সরকারি হাসপাতাল, ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রম, শিশুসদন, ছোটমনি নিবাস, সামাজিক প্রতিবন্ধী কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, সেফ হোম, দুস্থ কল্যাণ কেন্দ্র এবং শিশু ও মাতৃসদনে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ দিনাজপুরের গোর এ শহীদ বড় ময়দানে সকাল সাড়ে ৮টায় এক সাথে প্রায় ৫ লাখেরও বেশি মুসল্লির নামাজ আদায় করেন। এই জামাতে ইমামতি করেন দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালের ইমাম আব্দুল কাইয়ুম (কাশেমী)।

বিচারপতি এনায়েতুর রহিম, জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজিজুল ইমাম চৌধুরী, জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম ও পুলিশ সুপার সৈয়দ আবু সায়েমসহ জেলার সাধারণ মানুষ এখানে নামাজ আদায় করেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের বৃহত্তম ঈদের জামাত সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। এই জামাতে ইমামতি করেন বাংলাদেশ ইসলাহুল মুসলেমিন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ। এটি শোলাকিয়ার ১৯২তম ঈদ জামাত।

পবিত্র এ উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও রেডিও বিনোদনমূলক বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এছাড়াও যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে ঈদ উদ্যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো দেশব্যাপী ঈদ উদ্যাপন করে।

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে সরকারি কর্মসূচির আলোকে ঈদুল ফিতর উদ্যাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাংলাদেশে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা, মেলেনি সরকারি সহায়তা তাই ঈদও নিরানন্দ জেলে গ্রামে

ঢাকা,জুন ০৬।। বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের বাগর জা গ্রাম। গ্রামটি চারিদিকে নদী দিয়ে ঘেরা। মেঘনা, কালবদরের মতো আগ্রাসী সব নদী। নদীপাড়ের এক জেলেগ্রাম বাগর জা। গ্রামের অধিকাংশের পেশা বলতে মাছ ধরা। নদীই তাদের কাছে সব কিছু- আয় উপার্জন, জীবন, আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

বাগর জা গ্রামে প্রায় ৪ হাজার মানুষের বাস। এর মধ্যে অত্যন্ত আড়াই হাজার মানুষ বিভিন্ন ধরনের নৌকা নিয়ে ইলিশ মাছ ধরে। কিন্তু এই জেলে গ্রামে ঈদের আনন্দ নেই। জাটকা ইলিশ রক্ষায় নদীতে জাল ফেলায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও গ্রামের জেলেদের অনেকেই এই সময়টায় সরকারি খাদ্য সহায়তা পাননি। সে কারণেই গ্রামের কয়েকশো শিশুদের কারও এই ঈদে নতুন জামা হয়নি। ঈদের দিনের সকালটা কেটেছে রোজকার মতো পান্তা ভাত খেয়ে।

এই গ্রামের এক জেলে বেল্লাল হোসেন। বয়স বছর চল্লিশের এই মানুষটির পূর্বপুরুষেরও পেশা ছিল মাছ ধরা। তার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। জাল, নৌকা তাদের বেঁচে থাকার রসদ। ঈদ এই জেলে পরিবারটিকে যেন বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। ছেলে মেয়েদের কারোরই নতুন জামা কেনা সামর্থ্যে কুলোয়নি। ঈদের দিন অনেক চেষ্টায় বেল্লাল-মায়ানূর দম্পতি ধার দেনা করে, অল্প কিছু মাংস জোগাড় করতে পেরেছেন। সেই মাংসের ঝোল দিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন ঈদের দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত।

বেল্লাল জানান,আমার ছয় ছেলে মেয়ের কাউকেই ঈদের জামা দিতে পারিনি। নদীতে নামতে না পেরে আয় উপার্জন বন্ধ- এর মধ্যে সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধের ঘোষণা আসায় বুঝতে পারছি না কি করব।আমরা জেলে নৌকা নিয়ে হাতিয়া-সন্দীপের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত মাছ ধরি কিন্তু এবারে কি হবে এ নিয়ে আতঙ্কে আছি- মাছ ধরতে পারব কিনা জানি না।বেল্লালের স্ত্রী জানান,এবারই প্রথম নয়- ঈদ আসলে কষ্ট বাড়ে, ছেলে মেয়েদের হাতে কিছুই তুলে দিতে পারি না বলে।বেল্লাল জানান, বিগত চার মাসে মাত্র ৫০ কেজি চাল পেয়েছে তিনি।

কিন্তু শুধু বেল্লাল-মায়ানূর পরিবার নয়, অলাউদ্দিন গাজী, কবির গাজী, ছবির গাজী, জলিল হাওলাদার, বজলু হাওলাদারসহ শতাধিক পরিবারে ঈদ এসেছে প্রতিদিনের মতো, কষ্ট নিয়ে।

এই গ্রামের সেন্টু রাটি জানান, ভাঙনে মোর সব গেছে- এইহানে রাস্তার পারে কোনমতে ঘর তুইল্লা ঠাঁই লইছি- মোগো আর ঈদ, ঈদের দিনও পান্তার বেশি কিছু জোটেনি। নদীতে নৌকা নামাতে পারেননি সেন্টু। জেলে হলেও তিনি চাল পাননি। এই গ্রামের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ জেলে সরকারি সহায়তার চাল পেয়েছেন বলে তিনি জানান। শুধু বাগর জা নয়, কাজীর হাট থানার বিদ্যানন্দপুর গ্রাম, মেহেন্দীগঞ্জের জাংগালিয়া গ্রাম, বরিশাল সদর উপজেলার ভেদুরিয়া, টুংগিবাড়িয়াসহ আশপাশের ১৫/২০ জেলে গ্রামে ঈদের আনন্দ বলতে কিছু নেই। এসব গ্রামের অর্ধলক্ষাধিক মানুষের দুই তৃতীয়াংশের ঈদ কেটেছে অন্যান্য দিনের মতো সাদামাটা।

এসব গ্রামের প্রায় সবারই পেশা মাছ ধরা হওয়ায়, মাছ ধরা বন্ধ হলে পেটে টান পড়ে। তাদের অধিকাংশের দাবি সব জেলেদের পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে- নইলে নদীতে মাছ ধরার অনুমতি দিতে হবে।অনেক জেলে মাছ ধরার জাল মেরামত করলেও, অনেকেই অভাবের তাড়নায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছে- কেউ কেউ অগোচরে জাটকা ধরে গোপনে বাজারে বিক্রি করে রোজকার দিন নির্বাহ করছেন।

বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ইলিশ) বিমল চন্দ্র দাস জানান- উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার ট্রলার নিষিদ্ধ, ও জাটকা নিধনে ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর আট মাস জাটকা মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা থাকায় মেহেন্দীগঞ্জ অঞ্চলের কয়েক হাজার জেলে পরিবার মানবেতর ভাবে ঈদ কাটিয়েছে। তবে তিনি জানান উপকূলে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

যোগ দিবস উপলক্ষে অ্যানিমেশনে যোগব্যায়াম শেখালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.) : আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সবাইকে উদ্বু করতে অ্যানিমেশনে যোগব্যায়াম শেখালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি একটি ভিডিও টুইট করেন। সেখানে তাঁর এক অ্যানিমেটেড সংস্করণকে দেখা যাচ্ছে আসন করতে।

আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তারই প্রাক্কালে দেশবাসীকে যোগব্যায়ামে উদ্বুদ্ধ করতে সকলের উদ্দেশের ওই ব্যায়ামের ভিডিও শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই থ্রিডি অ্যানিমেশন ভিডিও তাঁর অ্যানিমেটেড সংস্করণকে ত্রিভুজাকৃতি ভঙ্গিমায় ত্রিকোণাসন করতে দেখা যাচ্ছে। টুইট্যারে তিনি লেখেন, "২১ জুন আমরা যোগ দিবস ২০১৯ পালন করব। আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যোগব্যায়ামকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলুন। এবং অন্যদেরও এই ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করুন। যোগব্যায়ামের উপকারিতা অসাধারণ।"''' ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে এবার যোগ দিবসের দিন উপস্থিত থাকবেন মোদী। ২১ জুন দিনটিকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবং সেটা দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরই পরামর্শে। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সমাবেশে একটি বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি ওই প্রস্তাব দেন। ২০১৪ সালে প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ওই বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার দ্বাদশে ভাল ফলাফলের জন্য ডিওয়াইএফ এর পক্ষ থেকে দেবাঞ্জলি দেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

উত্তর ভারতে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, হতে পারে প্রবল ধূলিঝড়ও

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): একটানা তাপপ্রবাহ থেকে একটু স্বস্তির আশ্বাস দিল আবহাওয়া দফতর। উত্তর ভারতে দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পর বৃহস্পতিবার হরিয়ানা, চন্ডীগড়, দিল্লি, পঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের একাধিক অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে হতে পারে প্রবল ধূলিঝড়। তবে, একটু স্বস্তি মিললেও তাপমাত্রা কমবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, এদিন সকালেই রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ সহ ভিদারভায় আগামী ৩-৪ দিন তাপপ্রবাহ ও উচ্চ তাপমাত্রা বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার মধ্য প্রদেশের নাওগংয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন উত্তর ভারতের হরিয়ানা, চন্ডীগড়, দিল্লি, পঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের একাধিক অঞ্চলে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে ঝড় আসতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে হতে পারে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টিপাত। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এই এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল ধূলিঝড় হতে পারে।

নারদ কাণ্ড : সিবিআই দফতরে হাজিরা মির্জার, আইপিএস অফিসারকে জেরা তদন্তকারীদের

কলকাতা, ৬ জুন (হি.স.): সমন পাঠানোর পরবর্তী দিনই নারদ কাণ্ডে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন বর্ধমানের প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা আইপিএস অফিসার এইচ এম এস মির্জাঊ বুধবারই মির্জাকে সমন পাঠিয়েছিল সিবিআইঊ বৃহস্পতিবার সকাল দশটার মধ্যে নিজাম প্যালেসে সিবিআই-এর দফতরে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিলঊ সেই মতো বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ নিজাম প্যালেসে পৌঁছন মির্জাঊ সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই মির্জাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিকরাঊ

উল্লেখ্য, নারদ কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মির্জার বিরুদ্ধে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছেন সিবিআই গোয়েন্দারাঊ কিন্তু, সেই তথ্যের সঙ্গে মির্জার বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়নিঊ আর তাই নারদ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্ধমানের প্রাক্তন পুলিশ সুপারকে পুনরায় জেরা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন সিবিআই গোয়েন্দারঊ নারদ কাণ্ডে এর আগেও জেরা করা হয়েছিল মির্জাকে, কিন্তু বয়ানে অসঙ্গতি থাকার কারণে এদিন ফের তাঁকে তলব করা হয়েছেঊ ২০১৪ সালে নারদ কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েল রাজ্যে এসে একটি স্টিং অপারেশন করেছিলেনঊ ২০১৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই স্টিং অপারেশনের ভিডিও সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিলঊ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত নামে সিবিআইঊ গত কয়েক বছরে এই মামলায় বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-নেতাকেও জেরা করেছে সিবিআই

আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্প যুক্ত হওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্প যুক্ত হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দিল্লি, ওডিশা ও তেলেঙ্গানা সরকারকেও "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার জন্য চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা যাতে দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছে মোদী সরকার। মোদী সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে শুরু থেকেই। আর তাই দেশের অ-কংগ্রেস, অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ-সহ ওড়িশা, দিল্লি, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীদের এ বিষয়ে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন হর্ষবর্ধন।

সূত্রের খবর শুধু চিঠি পাঠিয়েই কাজ সারেননি কেন্দ্রীয় স্বস্থ্যমন্ত্রী। নিজে ফোনে কথাও বলেছেন, অ-কংগ্রেস, অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন পট্টনায়েক, কে চন্দ্রশেখর রাও এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই চার মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফোনে জানান, 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এতে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্থিক সহায়তা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে সকলের কাছেই অত্যন্ত লাভজনক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল, 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে সবচেয়ে উপকৃত হচ্ছেন দেশের দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। সূত্রের খবর তিনি আরও বলেন এই প্রকল্পের দ্বারা দেশের প্রায় ১০ কোটি ৭০ লক্ষ গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। যারা বছরে স্বাস্থ্য পরিষেবার খাতে পাচ্ছেন ৫লক্ষ টাকা করে। সদ্য শেষ হওয়া দেশের ১৭তম লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে এসে, বারেবারে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে যোগদান না করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষারোপ করেছে বিজেপি নেতা-নেত্রীরা। পালটা মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়ে ছিলেন, রাজ্যের মানুষের জন্য রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পই যথেষ্ঠ। কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে নেই। এই দুই প্রকল্পের জোড় দ্বন্দ্বে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে ছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রচার আঙ্গন।

অরুণাচলে নিখোঁজ বায়ুসেনার পণ্যবাহী বিমানের সন্ধান অভিযান অব্যাহত

গুয়াহাটি, ৬ জুন (হি.স.) : ভারতীয় বায়ুসেনার নিখোঁজ এএন-৩২ এয়ারক্র্যাফের আজও সন্ধান পায়নি উদ্ধার অভিযানকারী ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লং রেঞ্জ সামুদ্রিক তদন্তকারী বিমান পি-৮-আই, ভারতীয় স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)-এর স্যাটেলাইট, সুখয় ৩০, এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং হারকিউলিস সি-১৩০ বিমান।

গতকাল বিকেলে অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তবর্তী সিকারা হিলসের গভীর জঙ্গলে নিখোঁজ বিমানের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে স্থানীয়দের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে তালাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তার

ছয়ের পাতায়

ফের শহরে একাকী বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ৬ জুন (হি.স.): শহরে ফের একাকী প্রৌঢ়ের রহস্যজনক মৃত্যুঊ বুধবার গভীর রাতে ৪২ নং ব্রড স্ট্রিট এলাকার বাড়ি থেকে যাটোর্ধ বিশ্বজিৎ বসু নামে এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। গভীর রাতে বাড়ির দরজা খোলা দেখে করেয়া থানায় খবর দেয় প্রতিবেশীরাঊ এরপরেই পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়ঊ প্রাথমিক তদন্তে তাঁর গলা ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছেঊ তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান পরিচিত কেউ গলার নলি কেটে খুন করেছে। তবে খুনের কারণ কী তা অবশ্য পরিষ্কার নয় তদন্তকারীদের কাছেঊ সম্পত্তির লোভে নাকি খুনের নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ সেটা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ

পুলিশ সুত্রে খবর, রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়েছিলেন বিশ্বজিৎ বাবু। লন্ডভন্ড হয়েছিল ঘরের জিনিসপত্র। ঘটনাস্থল থেকে একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। বৃদ্ধের আত্মীয়দের খবর দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার কিনারায় আপাতত বৃদ্ধের মেয়ের সঙ্গেও কথা বলছে কড়েয়া থানার পুলিশ।

মেয়ের বিয়ের পর স্ত্রীও মারা যায় বিশ্বজিৎ বাবুরঊ এরপর সাধারনত কড়েয়ার

ছয়ের পাতায়

কারাবন্দী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে খাবার খেয়েছেন

ঢাকা, জুন ০৬।। কারাবন্দী বিএনপি চেয়রাপারসন খালেদা জিয়া ঈদের দিন দুপুরে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে খাবার খেয়েছেন।তিনি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বুধবার দুপুর ১টার দিকে খালেদার সাত স্বজন বিএসএমএমইউতে যান। পরে সেখানে দাপ্তরিক প্রক্রিয়া শেষে তাদের খালেদা জিয়ার কেবিনে ঢুকতে দেওয়া হয়।

খালেদা জিয়ার স্বজনরা তার জন্য পোলাও, মুরুগির রোস্ট, রেজালা, দুধ-সেমাই, মিষ্টিসহ বিভিন্ন মাছ ভাজা নিয়ে যান। সেখানে তারা বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান। পরে খালেদা জিয়ার স্বজনরা পৌনে ৩টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে যে স্বজনরা দেখা করতে গিয়েছিলেন তারা হলেন, বোন সেলিনা ইসলাম, তার স্বামী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ভাই প্রয়াত সাইদ এস্কান্দারের স্ত্রী নাসরিন এস্কান্দার, ছোট ভাই শামীম এস্কান্দারের ছেলে অভীক এস্কান্দার, ভাগ্নে সাইফুল ইসলাম ডিউকের মেয়ে তামান্না হক, বড় ছেলে তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানের বড় বোন শাহিনা খান জামান বিন্দু এবং ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমানের শাশুড়ি মোখরেমা রেজা। দুর্নীতির মামলায় গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে কারাগারে যাওয়া বিএনপি চেয়ারপারসন গত ১ এপ্রিল থেকে বিএসএমএমইউ চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিশেষ উদ্যোগ আরবিআই-এর, আরটিজিএস ও এনইএফটি-তে চার্জ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত

মুম্বই, ৬ জুন (হি.স.): সাধারণ গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)ঊ বৃহস্পতিবার ঘোষিত আর্থিক নীতিতে অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে চার্জ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আরবিআইঊ আর্থিক নীতিতে আরবিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম (আরটিজিএস) এবং ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার (এনইএফটি) লেনদেনের ক্ষেত্রে ধার্য চার্জ তুলে নেওয়া হবেঊ এ জন্য গ্রাহকদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে ব্যাঙ্ককেইঊ এখানেই শেষ নয়, ভবিষ্যতে এটিএম থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রেও চার্জ কমানোর চিন্তাভাবনা করছে আরবিআইঊ

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সাধারণত দু'ভাবে টাকা লেনদেন করা হয়-আরটিজিএস এবং এনইএফটিঊ আরটিজিএস-এর সৌজন্যে দ্রুত টাকা ট্রান্সফার হয়ঊ এনইএফটি-র ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগেঊ এই দুই ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে চার্জ কেটে নেয় ব্যাঙ্কগুলিঊ এবার আরটিজিএস এবং এনইএফটি লেনদেনের ক্ষেত্রে ধার্য চার্জ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবিআইঊ

এখানেই শেষ নয়, এটিএম চার্জ

ছয়ের পাতায়

সিকিমের দরজা খুলে গেল বাংলাদেশিদের জন্যে

ঢাকা , ৬ জুন (হি. স.) : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিম। পূর্ব হিমালয় পর্বতশ্রেণির শিবালিক পর্বতে ১৪৩৭ মিটার উচ্চতায় বরফে মোড়া শহর। ছবি দেখলে মনে হয়, ইউরোপের কোনো বরফাচ্ছাদিত স্থান যেন। বলতে গেলে প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গ। তবে গত বছর পর্যন্ত সেখানে নিষিদ্ধ ছিল বাংলাদেশি পর্যটক। কিন্তু এবার গ্যাংটকের দুয়ার বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত করেছে ভারত। এরপর থেকেই বরফ ঢাকা সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর হিমালয় পর্বতমালার সুউচ্চ শিখরগুলোর মাঝখানের মনোরম ও আরামদায়ক পরিবেশের খোঁজে ছুটে যাচ্ছেন বাংলাদেশের হাজারও ভ্রমণপিপাসু।

এবারের ঈদে সবচেয়ে বড় খবর, ভ্রমণপ্রেমীদের সিকিম যাত্রা নির্বিঘ্নে করতে ঢাকা থেকে সিকিম পর্যন্ত সরাসরি বাস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারি পরিবহন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)। সে লক্ষ্যে আগামি জুলাইয়ে ট্রায়াল রানে ঢাকা থেকে সিকিমে বাস ছাড়বে বিআরটিসি। এরপর বাস চালানোর উপযোগিতা যাচাই করবে বাংলাদেশ-ভারতের প্রতিনিধি দল।

বিআরটিসি চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভূইয়া জানান, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পাঁচটি রুটে দুই দেশের মধ্যে বাস চলাচল করে। এবার সেগুলোর সঙ্গে যোগ হবে আরও একটি রুট সিকিম। বাংলাবান্ধা হয়ে শিলিগুড়ি দিয়ে সিকিম পৌঁছবে বাংলাদেশের বাস। পর্যটকদের বিপুল আগ্রহ দেখেই নতুন এই আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি বাস চালু করতে আগ্রহী বলে জানান ফরিদ আহমেদ ভূইয়া। তিনি আরও জানান, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং বাস অপারেটর প্রতিনিধি মিলিয়ে প্রায় ৫০ জনের একটি দল জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের একটি বাস নিয়ে সিকিম যাবে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আরও ৫টি রুটে দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিআরটিসির ব্যানারে শ্যামলী পরিবহনের বাস ভারত-বাংলাদেশে চলাচল করে। এর মধ্যে শ্যামলী পরিবহনের প্রথম বিলাসবহুল হুন্দাই বাস ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-শিলং-গৌহাটি ও কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা রুটে চলাচল করছে। শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ রুটে শ্যামলী পরিবহনের বাস চলে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক নতুন রুটেও শ্যামলী পরিবহন যাত্রীদেরকে উন্নত সেবা দিতে প্রস্তুত।

শ্যামলী ট্রাভেলস সূত্রে আরও জানা যায়, সিকিম রুটে বাস চালুর আগেই শ্যামলী বাস দিয়ে বাংলাবান্ধা এবং তারপর ভারত অংশে তাদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় পর্যটকদের সিকিম দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে তাদের বাস শিলিগুড়ি ও সিকিমের যাত্রী নিচ্ছে। তবে বাসে সরাসরি সিকিম যেতে অনেক পর্যটক অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিকে, বিআরটিসি গত বছর ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সড়কপথে সরাসরি নেপালের কাঠমান্ডু পর্যন্ত বাস নিয়ে ট্রায়াল রান করে। কিন্তু ট্রায়াল রান সফল হওয়ার একবছর পরও এ রুটে বাস চালু হয়নি। এ বিষয়ে বিআরটিসি চেয়ারম্যান জানান, নেপালের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় রুটটি চালুর উদ্যোগ পিছিয়ে গেছে। তবে তারা ঢাকা-কাঠমান্ডু সরাসরি বাস রুট চালুর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার বাড়ি উদয়পুর গোকুলপুরের কালিটিলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, টিআর ০১ বিবি ০৫৮১ নম্বরের সাদা মারুতি গাড়ির চালক ছিল প্রসেনজিৎ সরকার। উদয়পুরের বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তির এই গাড়িটি চালাতেন তিনি। আজ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাগাদ গাড়ির মালিকের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল প্রসেনজিৎ। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের আগামীকাল আগরতলা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, প্রসেনজিৎ গাড়ি নিয়ে নৌকাঘাট এলাকায় কিভাবে এসেছেন তা রহস্যজনক বলে দাবি পুলিশের।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির দরজায় রক্তের ছাপ রয়েছে। ফলে, এই ঘটনাটি নেহাত দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা তদন্তক্রমে বেড়িয়ে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

তথা মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সইদের যোগ রয়েছে।

সূত্রের খবর, জম্মু—কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার এবং কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৩৫(ক) ধারা বাতিল নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরে আফস্পার ওপর বিশেষ আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রকগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর এদিন জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রধান অস্ত্র

আটের পাতার পর

বিজেপি। যেমনটা হয়েছে ভাটপাড়ার ক্ষেত্রে। এই কৌশলে প্রথমে এলাকার প্রভাবশালী নেতাকে দলে টানার পরিকল্পনা করেছেন বিজেপি নেতারা । ওই নেতার সঙ্গেই তাঁর অনুগামী কাউন্সিলরাও শিবির বদলে ফেলবেন। তারপর সুযোগ বুঝে অনাস্থা এনে পুরসভার দখল।

২০২১ সালের আগে লোকসভা ভোটে তৃণমূলকে "হাফ" করে ধাক্কা দিয়েছেন দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ , মুকুল রায়রা। কর্মীদের মনোবল বাড়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফি দিনই বলতে হচ্ছে, ইভিএমের ভোটারদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। বিধানসভা ভোটে হেরে যাওয়া আসনগুলোতে তৃণমূল জিতবে। গতকালও নেত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, গতবারের চেয়ে ৫ শতাংশ ভোট বেড়েছে তৃণমূলের। এহেন পরিস্থিতিতে শাসক দলকে আরও দুর্বল করতে চাইছে বিজেপি। এতটাই দুর্বল যে যুদ্ধের আগেই মাটি ছেড়ে দেয় শত্রুপক্ষ। সে কারণে তৃণমূলের হাতে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রগুলি শীঘ্রই পকেটে পুরে ফেলা জরুরি। এর ফলে বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে তৃণমূলের আত্মবিশ্বাস। একইসঙ্গে হাওয়া মোরগ নেতাদের ঝাঁকও চলে আসবে ৬ নম্বর মুরলিধর সেন লেনে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সংগঠন ছাড়া বাংলায় ভোট সম্ভব নয়। সেটা বুঝেছে বিজেপি। শুধু হাওয়ার উপরেই নির্ভর করতে চাইছেন না বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। পোক্ত সংগঠনও চাই তাঁর। শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ পেয়ে তৃণমূল ভাঙতে চাইছে রাজ্য বিজেপি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এন সি

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটছে। সারা ত্রিপুরাতেই সন্ত্রাস হচ্ছে। আগে এমন পরিস্থিতি ছিল না, উদ্বেগের সুরে বলেন তিনি। তবে, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন মোকাবিলা করা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয় বলে দাবি করেন তিনি। নরেন্দ্রবাবুর কথায়, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণ আমাদানি করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে বলেন, পাশ্ববর্তী রাজ্য মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয় এমনকি অসমেও এধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কোন ঘটনা ঘটে না। তাই, ত্রিপুরাবাসীকেও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণের মোকাবিলা করতে হবে, বলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরারবাসী এবং ত্রিপুরা সরকারকে মিলে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণের মোকাবিলা করতে হবে। সকলেরই এক্ষেত্রে দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ বলে মনে করেন তিনি। তাতে স্পষ্ট, রাজনৈতিক সন্ত্রাস নিয়ে শুধু সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে সমালোচনাকে সমর্থন করেন না নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

জোড়া আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

মাথায় আঘাত পেয়ে দ্বীপাঞ্জলি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। অথচ তার মাথায় আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। চিকিৎসকদের বক্তব্য, একমাত্র ময়নাতদন্তেই তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব। এদিকে হাসপাতালের তরফে ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়। জানা গেছে, দ্বীপাঞ্জলি ভৌমিক উদয়পুর থানা এলাকার বাসিন্দা। আগরতলায় শিক্ষা নিকেতন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল দ্বীপাঞ্জলি। হাসপাতাল থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

দেহ উদ্ধার

পাচের পাতার পর

ব্রড স্ট্রিটে একাই থাকতেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ওই বৃদ্ধউ বুধবার রাতে ৬৭ বছরের বিশ্বজিত বাবুর সঙ্গে শেষবার মেয়ের ফোনে কথা হয়। ঘটনা স্থলে গিয়ে পুলিশ দেখে আলমারি খোলা থাকাউ এবং লন্ডভন্ড গোটা ঘরউ ফলে পুলিশের অনুমান লুটপাটে বাধা দেওয়ার জেরেই হয়তো খুন করা হয়েছে ওই বৃদ্ধকে। পরিচিত কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেই অনুমান পুলিশের।

ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

তিনের পাতার পর

স্থানীয় ব্যবসায়ীরাউ তবে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

নিজাম উদ্দিন

তিনের পাতার পর

তবে কী পরিস্থিতিতে নিজামকে আটক করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

ধৃত নিজাম উদ্দিন বড়ভুঞাকে কাটলিছড়া থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) অনুযায়ী মামলা রুজু করা যায় কিনা ভাবছেন থানা কর্তৃপক্ষ। ঘটনার খবর পেয়ে কাটলিছড়া ছুটে গেছেন জেলার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা।

দ্বিধায় আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে সব রাজ্যেই জোট বেঁধেই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরায় এর ব্যতিক্রম হবে এমনটা মনে কোন কারণ নেই, দাবি করেন তিনি। তবে, আসন্ন ত্রিস্তর এবং এডিসি নির্বাচনে বিজেপির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নাকি এককভাবে লড়বে আইপিএফটি সে-বিষয়ে এখনো কোন আলোচনা হয়নি। তাঁর বক্তব্য, সমস্ত দিক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবে দল। তাতে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথেও আলোচনায় আগ্রহী আইপিএফটি।

এদিকে, আইপিএফটি সহ সাধারণ সম্পাদক আজ দলের সভাপতির উল্টো সুরেই কথা বলেছেন। তাঁর সাফ কথা, আসন্ন নির্বাচনগুলিতে আইপিএফটি এককভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কারণ, ত্রিপুরায় আইপিএফটি একক শক্তিতে বলিয়ান হতে চাইছে। তাতে স্পষ্ট, জোট ইস্যুতে নির্বাচনে প্রতিদ্বিন্দ্বিতা নিয়ে আইপিএফটি সভাপতি এবং সহ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ফলে, ত্রিপুরায় রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আইপিএফটি, এমনটা মনে করা ভুল হবে না।

এদিকে, আইপিএফটি বিধায়কদের দলত্যাগ নিয়ে সমস্ত জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন দলের সভাপতি নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তাঁর কথায়, দলের কোন বিধায়কের দলত্যাগের সম্ভাবনা নেই। কারণ, তাঁর সকলেই দলের প্রতি অনুগত। তাছাড়া, দলত্যাগ আইন পরিবর্তীত হওয়ায় সহজে কারোর পক্ষেই দলত্যাগ চট করে সম্ভব নয়। নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, সংবিধানের দশম তপশিল সংশোধন হয়েছে। ২০১৩ সালে ওই সংশোধনীতেস্পষ্ট বলা হয়েছে, দলত্যাগের ক্ষেত্রে ন্যুনতম দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ক একত্রে দল ছাড়তে হবে। তবেই, দলত্যাগীদের বিধায়কপদ বহাল থাকবে। তাই, আপাতত ত্রিপুরায় আইপিএফটি বিধায়কদের দলত্যাগের কোন সম্ভাবনা নেই।

মহিলা মোর্চা

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয় নিশ্চিত। কারণ, লোকসভা নির্বাচনের ভিত্তিতে মাত্র ২০ আসনের তফাত রয়েছে তৃণমূলের সাথে বিজেপির। ওই তফাত মিটিয়ে ফেলা মোটেও অসম্ভব নয় বলে দাবি করেন তিনি। সাথে যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে বিজেপি মহিলা মোর্চা সর্বোতভাবে অংশগ্রহণ করবে।

এদিকে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আবারও দেশের মহিলাদের কল্যাণে প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করবে, তা বিশ্বাস করে মহিলা মোর্চা। বিজয়া রাহাতকরের দাবি, গত পাঁচ বছর মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কাজ করেছে। তার দ্বিগুণ গতিতে এবার কাজ হবে।

সমস্যা নিয়ে

আটের পাতার পর

বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমল নাথ। তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অনুরোধ করেন যাতে তিনি মুলতুবি থাকা বিষয়গুলির প্রতি নজর রেখে দ্রুত তহবিল বিতরণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তিনি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রককে বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়গুলি সমাধান করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তহবিল বিতরণ করতে নির্দেশ দেবেন। ভবিষ্যতেও সম্ভাব্য সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে এদিনের বৈঠকের ছবি পোস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন কমল নাথ।

লক্ষ নগদ টাকা

আটের পাতার পর

তিনি। প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা করে ঘুষ দিতে হবে বলে জানিয়েও পরের দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ হাজার টাকায়। এমনকি বিষয়টি বাইরে জানাজানি হলে ফল ভাল হবে না বলে হুমকিও দেয় ওম প্রকাশ। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ২৪ হাজার নিয়ে ওম প্রকাশের সরকারি বাসভবনে গিয়ে হাজির হয় সোলাঙ্কি। সেই সময় ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ওম প্রকাশকে ধরে দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকেরা। তার বাড়ি থেকে প্রাপ্ত ১০০ মদের বোতলের বাজেয়াপ্ত করার খবর রাজ্যের আবগারি দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি জয়পুরের টোঙ্কে ওম প্রকাশের বসত বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশীল ঠাকুর।

নেওয়ার সিদ্ধান্ত

পাচের পাতার পর

এবং ফি-র সম্পূর্ণ ব্যাখ্যামূলক পরীক্ষার জন্য আরবিআই একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেউ সিইও ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ)-এর চেয়ারম্যান এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা থাকবেন ওই কমিটিতেউ প্রথম বৈঠকের দু'মাসের মধ্যে সুপারিশ রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিটিকে

অভিযান অব্যাহত

পাচের পাতার পর

খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য বহু পাহাড়ের খাঁজ এবং গভীর খাদে বিমানটি গিয়ে পড়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহের বশে সেখানেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে গত মঙ্গলবার অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার পায়ুমবস্তির ঘন জঙ্গলে বিমানের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে গ্রামের মানুষের উদ্ধৃতি দিয়ে এক সূত্র জানিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তাকে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, গত সোমবার পণ্যবাহী ১৩০ জে নম্বরের এএন-৩২ ডাবল ইঞ্জিনের বায়ুসেনার বিমানটি রেশন সামগ্রী নিয়ে উজান অসমের যোরহাটে অবস্থিত রেরৈয়া বিমানবন্দর থেকে বেলা প্রায় ১২.২৫ মিনিট নাগাদ অরুণাচল প্রদেশের উদ্দেশে উড়েছিল। বিমানে আটজন বায়ুসেনা এবং পাঁচজন স্থলসেনা-সহ মোট ১৩ জন যাত্রী ছিলেন। বিমানটি পণ্য সামগ্রী নিয়ে অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তবর্তী মেচুকা অ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে অবতরণ করার কথা ছিল। ১৩০জে নম্বরের নিখোঁজ এএন-৩২ বিমানটি নাকি ১৯৮০ সালে রাশিয়ায় তৈরি।

কুর্নুলে আগুনে ভস্মীভূত বাস, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ৫৩ যাত্রী

কুর্নুল (অন্ধ্র প্রদেশ), ৬ জুন (হি.স.): বাসচালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড় ধরণের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন ৫৩ যাত্রী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে অন্ধ্র প্রদেশের কুর্নুলে একটি বাসে আগুন ধরে যায়। বাসটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই যাত্রীদের বাস থেকে বের করে আনা হয়। তাই হতাহতের কোনও খবর নেই। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্র প্রদেশের কুর্নুল জেলার এনুগুমারি গ্রামের কাছে। পুলিশ সূত্রের খুব, হলুদ রঙের বেসরকারী যাত্রীবোঝাই বাসটি হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরুর দিকে যাচ্ছিল। কুর্নুল জেলার এনুগুমারি দিয়ে যাওয়ার সময় বাসের পেছন দিকে বসা এক যাত্রী ধোঁয়া বেরোতে দেখে চালককে সতর্ক করে। তৎক্ষণাৎ চালক বাস থামিয়ে পেছনে দিকে গিয়ে দেখতে পান বাসে আগুন ধরে গিয়েছে। পরিস্থিতি বিপদজনক বুঝতে পেরে যাত্রীদের বাস থেকে নেমে যেতে বলেন তিনি। যাত্রীরাও হুড়োহুড়ি করে বাস থেকে নেমে পড়ে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন গোটা বাসে ছড়িয়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ছেয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকলকে। ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভাতে সক্ষম হয় দমকল। তবে, গোটা বাসটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু কোনও যাত্রী হতাহত হয়নি। বাসটিতে কি কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৩৭০ ধারা নিয়ে বিজেপির উপর চাপ বাড়াল শিবসেনা

মুম্বই, ৬ জুন (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত নিয়ে জোট শরিক বিজেপির উপর চাপ বাড়ালো শিবসেনা। ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে ভারতের আইন সেখানে কার্যকর করা উচিত বলে দাবি করা হয়েছে দলীয় মুখপত্র সামনায়।

বৃহস্পতিবার সামনার সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়েছে, উপত্যকায় মুসলমানদের জনসংখ্যা ৬৮.৩৫ শতাংশ। সেখানে হিন্দুরা হচ্ছে ২৮.৪৫ শতাংশ। তার মানে এই নয় কাশ্মীরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারাও ভারতীয়, তাই দেশের আইন সেখানেও কার্যকর করা দরকার। এর জন্য ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করতে হবে। রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এমনকি রাজ্যে বিধানসভা আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি বিবেচনা করারও চিন্তা ভাবনা চলছে। অমিত শাহের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সামনায় লেখা হয়েছে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন অমিত শাহ। রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজধানী দিল্লিতে বৈঠককে করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। এই সমস্যার সমাধান মোটেও সহজ হবে না বলে আশা প্রকাশ করা হয় সম্পাদকীয়তে।

এগিয়ে মেয়েরাই

● প্রথম পাতার পর

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত বিলোনীয়ায় রাজনগর কলোনি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবছরই পরীক্ষাস্থল হিসেবে বাছাই হয়েছে।

পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এবছর মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষায় ১৯ জন নথিভুক্ত করেছিলেন। সোনামুড়া, কুর্তি এবং কৈলাসহরের টিলাবাজার মাদ্রাসা থেকে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি জানান, ফলাফল প্রকাশেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবছর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬৩ দিন পর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সাথে তিনি জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কোন পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হয়নি।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার একটি রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এবছর পরীক্ষায় নথিভুক্তের ক্ষেত্রে ৬.৫৬ শতাংশ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ৬.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এদিকে, জেলাভিত্তিক পরীক্ষার্থীর হিসেব অনুযায়ী পশ্চিম জেলায় সর্বাধিক ৭৩৩৮ জন পরীক্ষার্থী এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষা দিয়েছেন। অন্যদিকে, ধলাই জেলায় সবচেয়ে কম ২১৮২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন।

এবছর বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পাশের হার ছিল ৮৮.৯৮ শতাশ। আজ কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পর্ষদ সভাপতি ড. সাহা জানিয়েছেন, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে ১৮ হাজার ৩৯৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১৪ হাজার ৫৪০ জন পাশ করেছেন। পাশের হার ৭৯.০৫ শতাংশ। গত বছর উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে পাশের হার ছিল ৭৮.১৭ শতাংশ।

তিনি আরো জানান, এবছর বাণিজ্য বিভাগে ৬৮৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৫৩৬ জন পাশ করেছেন। পাশের হার ৭৮.১৩ শতাংশ। গত বছর উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে পাশের হার ছিল ৬৭.৮৮ শতাংশ। পর্ষদ সভাপতির কথায়, আজ উচ্চমাধ্যমিকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সারা ত্রিপুরায় সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ২২ হাজার ৪৩৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১৮ হাজার ৬৪ জন পাশ করেছেন। পাশের হার ৮০.৫১ শতাংশ। গত বছর উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৭৮.৬২ শতাংশ।

এদিকে, ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ফলাফলের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞানে পাশের হার ছিল ৬৬.৬৭ শতাংশ। আজ কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেছে, ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বিদ্যালয়গুলিতে কলা বিভাগে ২৮৭৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১৯৪৯ জন পাশ করেছেন। পাশের হার ৬৭.৭৭ শতাংশ। এদিকে, বাণিজ্য বিভাগে ৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশ করেছেন মাত্র ১ জন। পাশের হার ২০ শতাংশ। সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ৬৭.৬৬ শতাংশ। গত বছর পাশের হার ছিল ৫৮.৭৯ শতাংশ।

জেলাভিত্তিক ফলাফলের নিরিখে এবছরও উচ্চমাধ্যমিকে দক্ষিণ জেলা সবচেয়ে ভাল ফলাফল করেছে। দক্ষিণ জেলায় পাশের হার ৮০.৩১ শতাংশ। অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে পাশের হার সিপাহীজলা জেলায় ৮০.২৬ শতাংশ, গোমতি জেলায় ৭৫.৫০ শতাংশ, খোয়াই জেলা ৭৪.৫৮ শতাংশ, পশ্চিম জেলা ৭৪.১২ শতাংশ, উত্তর জেলা ৬৯.০৫ শতাংশ, ঊনকোটি জেলা ৬৪.২০ শতাংশ এবং ধলাই জেলায় ৬৩.৮৪ শতাংশ। এদিকে, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৭৯.১০ শতাংশ ছেলে এবং ৮১.৯১ শতাংশ মেয়ে পাশ করেছেন।

ত্রিপুরায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ফলাফলে সবচেয়ে বেশী পাশের হার আরবিক এবং হিন্দি বিষয়ে। এই দুটি বিষয়ে ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। আরবিক ৬ জন এবং হিন্দি ২০ জন, সকলেই পাশ করেছেন। এদিকে, অংক বিষয়ে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল হয়েছে। মাত্র ৪৭.৫১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অংকে পাশ করেছেন। এদিকে, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ২১টি বিদ্যালয়ে পাশের হার ১০০ শতাংশ। গত বছর ১৭টি বিদ্যায়লয়ে পাশের হার ছিল ১০০ শতাংশ। অন্যদিকে, এবছর ২টি বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রও পাশ করতে পারেননি। গত বছর এমন কোন বিদ্যালয় ছিল না যেখানে একজন ছাত্রও পাশ করেননি।

ফলাফলের তথ্য অনুযায়ী, অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা এবং রাশিবিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে বেশি নম্বর উঠেছে। অংকে ৪ জন, পদার্থবিদ্যায় ২ জন এবং রসায়ণ ও রাশিবিজ্ঞানে ১ জন সর্বাধিক ৯৯ নম্বর পেয়েছেন। সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছে আরবিক বিষয়ে। একজন ছাত্রী আরবিকে ৪৯ নম্বর পেয়েছেন।

এদিকে, মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজিতে ৮৭.৫ শতাংশ এবং কলা বিভাগে ৭২.৭৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। থিওলজিতে ৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পাশ করেছেন ৭ জন। অন্যদিকে, কলা বিভাগে ১১ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পাশ করেছেন ৮ জন। আজ পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, ৮ জুন মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা হবে।

বারাসতের সুভাষপল্লিতে ৬৭টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

বারাসত, ৬ জুন (হি. স.) : বারাসতের সুভাষপল্লি এলাকা থেকে উদ্ধার হল ৬৭টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। বৃহস্পতিবার ভোরে বারাসতের বিরল প্রজাতির কচ্ছপগুলি উদ্ধার করে পুলিশ ও বনদফতর। ওই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সুত্রে খবর, ধৃতদের নাম গৌর প্রমাণিক(৫৫) ও সঞ্চয় সাধু(৩৫)। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ভোরে বারাসত পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় বনদফতর। সেই সময়েই বারাসতের সুভাষপল্লি এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ৬৭টি বিরল প্রজাতির ভারতীয় কচ্ছপ। ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। অভিযুক্ত ওই দুই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে বারাসত থানার পুলিশ।

এসেছে রোবট, রোবোটিক সার্জারির দিকে এগোচ্ছে পিজি

কলকাতা, ৬ জুন (হি. স.) : পিজি হাসপাতালে আসছে প্রায় ৩০ কোটি টাকার রোবোট। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালে তো বটেই, গোটা পূর্ব ভারতের স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও রোবোটিক সার্জারির দিকে এগনোর জন্য এটাই প্রথম ধাপ বলে স্বাস্থ্য দফতর ও পিজি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

পিজি হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে ইতিমধ্যে রোবোট আনা হয়েছে। রোবোটিক সার্জারিতে কী কী লাভ, শুরু হয়েছে তার প্রশিক্ষণ। সূত্রের খবর, হাসপাতালে জলাশয়ের ধারের প্রস্তাবিত আউটডোর বাড়ির আট ও নয় তলায় হতে পারে রোবোটিক সার্জারির অপারেশন থিয়েটার। সম্ভবত রোবোটটিও থাকবে সেখানে। চিকিৎসক এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন কর্মকর্তা শিবদত্ত চৌধুরী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "সব ক্ষেত্রেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। মুম্বাই-দিল্লিতে আগেই চিকিৎসায় রোবট প্রয়োগ আগেই হয়েছে। এই ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও অনেক সুফল আছে। এতে অস্ত্রোপচারে রক্তপাত কম হয়। ফলে রোগীর ব্যথা লাগে অপেক্ষাকৃত কম, উপশম হয় দ্রুত। তবে, রোবটের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণটা খুব জরুরি। সে সব না করা গেলে এত বিপুল খরচ করে রোবটিকে সাফল্য পাওয়া যাবে না।"

হাসপাতাল সূত্রের খবর, কম সময়ে, নিখুঁত অপারেশনের জন্য রোবোটিক সার্জারি গোটা দেশে দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এইমস দিল্লি, এইমস ঋষিকেশ, এসজিপিজিআই লখনউ, মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল সহ শীর্ষ স্বাস্থ্যক্ষেত্রগুলিতে ইতিমধ্যে চতুর্থ প্রজন্মের রোবোট এসে গিয়েছে। কেন এত জনপ্রিয় হচ্ছে এ ধরনের সার্জারি? চিকিৎসকরা জানান, শরীরের অভ্যন্তরে যেখানে সার্জেনের হাত সহজে পৌঁছয় না, আর পৌঁছলেও ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে অপারেশন করা কঠিন হয়ে পড়ে, সেখানে সহজেই পৌঁছে যায় রোবোটের হাত। সার্জেনের হাতের স্বাভাবিক মুভমেন্ট বা চলনের তুলনায় রোবোটের হাতের মুভমেন্টের রকমফেরও অনেক বেশি। প্রায় সাত ধরনের মুভমেন্ট করতে পারে ওই যান্ত্রিক হাত। এক্ষেত্রে একটি কনসোল বা খোপের মতো অংশে বসে রোবোটকে নিয়ন্ত্রণ করেন সার্জেন। রোবোটটি অপারেশন করতে থাকে।

Kabiguru Primary Techers Training Institute,
Murshidabad (West Bengal)

NCTE স্বীকৃত ২০১৯-২০২১ শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed (W.B.B.P.E) এবং B.Ed (W.B.UT.T.E.P.A) বিভাগে ভর্তি চলছে।

যোগাযোগে -
9832271626
6295670117
9734065339

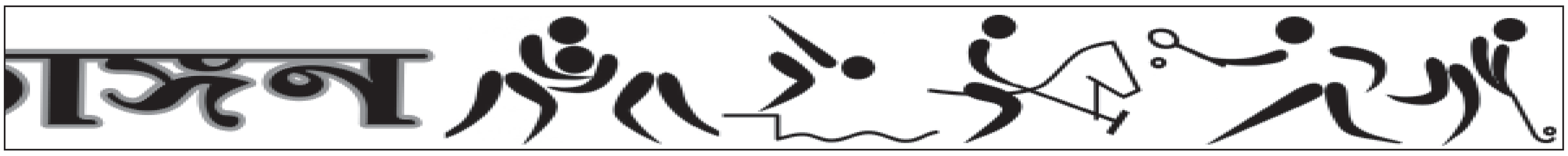

ভারতের জয়ের পর ভয় পেল পাকিস্তান ইংল্যাণ্ডে ছড়াচ্ছে গুজব

ইংল্যান্ড আর ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের আতিথেয়তায় চলতি আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৯এ খেতাবের সবচেয়ে মজবুত দাবীদার ভারতীয় ক্রিকেট দল নিজের চিরপরিচিত মেজাজেই শুরু করেছে। ফেবারিট দলের মেজাজেই ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সহজেই হারিয়ে জয়ের সঙ্গে শুরু করেছে।ভারতীয় দলের জয়ে সঙ্গেই মিথ্যে গুজবের সফর শুরুভারতীয় দলের জয় যেখানে ভারতীয় সমর্থকদের দারুণ খুশি দিচ্ছে তো অন্যদিকে বিশ্বকাপে খেলা অন্যদলগুলি ভারতের জয় পচাতে পারছে না আর এই কারণে দলকে নিয়ে গুজবের ছড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছে।বিরাট কোহলি অ্যাণ্ড কোম্পানির এইজয় মনে হয় কেউই হজম করতে পারছে না আর তাই তো ভারতীয় দলের এই প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের পরও মিথ্যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে আর জয়ের খুশিকে কম করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।শোয়েব ভারতের জয়ের পর পছন্দের পিচ বানানোর মিথ্যে গুজবের করলেন খোলসাভারতের জয় নিয়ে মিথ্যে গুজব ছড়ানোর খোলসা পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা জোরে বোলার শোয়েব আকতার করেছেন। শোয়েব আকতার নিজের ইউ টিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এই মিথ্যে গুজব ছড়ানোর কথা বলেছেন।পাকিস্তানের কিংবদন্তী জোরে বোলার থাকা শোয়েব আকতার নিজের ইউটিউব চ্যানলে এই মিথ্যে গুজবের খোলসা করে বলেছেন যে ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের দুর্দান্ত জয়ের পর গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে ওরা ইংল্যান্ডে নিজেদের পছন্দের উইকেট তৈরি করছে।শোয়েব সরাসরি বলেন, ইংল্যান্ডে ভারত পিচ নয় বরং জিতেছে নিজেদের দুর্দান্ত প্রদর্শনেশোয়েব আকতার নিজের এই ভিডিয়োতে পরিস্কার শব্দে বলেছেন যে এমনটা ইংল্যান্ডে একদমই সম্ভব নয়। আইসিসি নিজের নিয়মের মোতাবেক পিচ তৈরি কর। আর তিনি এর সঙ্গেই ভারতীয় দলের জমিয়ে প্রশংসাও করেছেন। শোয়েব একতার এই ভিডিয়োতে বলেছেন,'ভারতীয় দল বিশ্বকাপে মজবুত দল আর ওরা নিজেদের খেলোয়াড়দের কারণে জিতেছে না কি কোনো পিচকে নিজেদের হিসেবে বানিয়ে'।

No-5(2)-SF/(SNM)/TEND/2019-20/384-94
Dated, Melaghar the 29/05/19
PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura, from the bona fide Fishery based SHGs/ MSS Ltd. under Boxnagar Block for supplying of Catla fingerling of 7 cm above in different Gram Panchayets/ Village Committees of Boxnagar Block, under Sonamura Sub-Division for the financial year 2019-20. The last date of submission of tender is on **15/06/19** up to **3.00 P.M.** Form & other term and condition of the tender may collected from Development Section of the office of the undersigned from **06/06/2019 to 14/06/19** at any working days from 11.00 A.M to 3.00 **P.M.**

ICA/C/151/19
(S.S.JAMATIA)
SUPDT.OF FISHERIES
SONAMURA SUB-DIVISION

No-5(2)-SF/(SNM)/TEND/2019-20/373-83
Dated, Melaghar the 29/05/19
PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura, from the bona fide Fishery based SHGsI MSS Ltd. under Kathalia Block for supplying of Catla fingerling of 7 cm above in different Gram Panchayets/ Village Committees of Kathalia Block, under Sonamura Sub-Division for the financial year 2019-20. The last date of submission of tender is on **15/06/19** up to **3.00 P.M.** Form & other term and condition of the tender may collected from Development Section of the office of the undersigned from **06/0612019 to 14/06/19** at any working days from 11.00 A.M to 3.00 P.M.

ICA/C/155/19
(S.S. Jamatia)
Supdt. Of Fisheries
Sonamura Sub-Division

NIQ /No.F.16 (9)-GA (SA)/POOL/2016 Dated:3/6/19

On behalf of the Governor of Tripura, Under Secretary, Government of Tripura, GA(SA) Department, Secretariat, Capital Complex, Agartala invites sealed quotation from the resourceful and bonafied vehicle owners for hiring of 1(one) no. New Maruti Omni (Van) Petrol with CNG mode, white colour purchased not before the Calendar October- 2018, having commercial registration number for official use for 24 (twenty-four) hours. The details terms & conditions are available in the Vehicle Section of GA (SA) Department, Secretariat. The quotations should reach to the undersigned on or before 15-06-2019 **at** 5.30 **P.M** during office hours positively.

ICA/C/166/19
(S.K. DebBarma)
Under Secretary to the
Government of Tripura

EXPRESSION OF INTEREST

Applications are hereby invited from the Anthropologists for Tribal Research & Cultural Institute, Govt. of Tripura for specialist work in the field of Research Project & Evaluation Studies for 10(ten) months only on contractual basis. Detail is uploaded in the departmental website **www.trci.tripura.gov.in** along with application format etc..
Applications in complete shape to be submitted to the office of the undersigned within 30 days of publication of this Advertisement.

ICA/C/293/19-20
(D. Debbarma)
Director,
Tribal Research & Cultural Institute,
Govt. of Tripura, Lake Chowmuhani,
Krishnanagar, Agartala.

NO.5356-69F.370/TSR-X (IR-V)/ AT/QM/2019
Dated, the 03 June 2019.
NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed cover tender/quotation from the bonafied/registered suppliers/ manufacture firms for supply of expendable store articles like electrical goods, utensil, fabric items, sports items etc. in favour of 10th Bn TSR (IR-V), Paschim Barjala, Jirania (West) Tripura for the financial year 2019-20 covering the period up to 31st March 2020.
2.Intended suppliers/firms may obtain detailed tender notice and list of required articles to be purchased as well as "Terms & Condition" from the office of the undersigned during office hour on prayer upto /0/06/2019 on cash payment of Rs.100/- (non-refundable) or the same may be downloaded from Website **www.tripurapoliceinic.in.**
3.Last date of submission of tender/ quotation is up to 1000 hrs on 20/06/2019 and will be opened on the same day at 1100 hrs.
The notice can also be seen at Website **www.tripurapolice.nic.in**

ICA/C/170/19
(Lalhruaia Darlong)
Commandant
10th Battalion TSR (IR-V)

কোপা আমেরিকা থেকে ছিটকে গেলেন নেমার

নিজস্ব প্রতিবেদন : কোপা আমেরিকার আগে বড় ধাক্কা ব্রাজিলিয় শিবিরে। গোড়ালিতে চোট পেয়ে দেশের মাটিতে আয়োজিত লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের আসর থেকে ছিটকে গেলেন নেমার জুনিয়র।বৃহস্পতিবার কাতালের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান পিএসজি তারকা নেমার। ম্যাচের ১৭ মিনিটে গোড়ালি ঘুরে যায় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েন পিএসজি তারকা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল চোট গুরুতর নয়। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায় নেমারের লিগামেন্ট টিয়ার হয়েছে। ফলে কোপা আমেরিকাতেই আর মাঠে নামা হবে না তাঁর।চলতি মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি তারকা ফুটবলারের। তিন মাস পায়ের চোটের জন্যই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি শিবিরেও পায়ে চোট পেয়েছিলেন। তারপর জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এবার চোট পেয়ে কোপা আমেরিকা থেকেই ছিটকে গেলেন পিএসজি-র ব্রাজিলিয় তারকা।

হারলেও সত্যিকারের বড় দল হওয়ার বার্তা দিল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দল ভাল খেলছে। নিয়মিত জিতছে। কিছু কিছু ম্যাচে হচ্ছে লড়াই। চারদিকে বাজছে "বড় দলে" পরিণত হওয়ার গান। আসলেই কি তাই? একবাক্যে উত্তর দেওয়া কঠিন। "হ্যাঁ" বলতে গেলে নানা যুক্তি দিতে হবে। "না" বলতে গেলে সেই যুক্তি খণ্ডাতে হবে।কেনিংটন ওভালের নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে সেই যুক্তিতর্কের খেলা খেলা যেতে পারে। তার আগে একটু পেছনের কথা বলতে হবে। আপনি কয়েক বছর ধরে ঘরের মাঠে জিতছেন। দারুণ ভালো খেলছেন। এতটুকুতে আপনাকে কোনোমতে "বড় দল" বলা গেলেও কিছুতেই "সত্যিকারের বড় দল" বলা যাবে না। আপনাকে নিজের মহাদেশে যেমন জিততে হবে, তেমনি বাইরেও জিততে হবে। আপনাকে স্পিনিং উইকেটে যেমন স্বাভাবিক খেলতে হবে, তেমনি পেস সহায়ক উইকেটেও বলতে হবে, "আসুন খেলা হবে!"আপনার ভান্ডারে টপঅর্ডারে থাকতে হবে খেলাটা ধরার মতো ব্যাটসম্যান। মিডল, লোয়ার অর্ডারে থাকতে হবে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মতো কয়েকজন। বাংলাদেশ দলে এমন কয়েকজন আছেন বলেই ঘরের মাঠে গত কয়েক বছরে শিহরিত হওয়ার মতো সাফল্য এসেছে। আর পরের মাঠে কী করছে, সেটি যদি ভুলে যান তবে শুধু এশিয়া কাপের কথা মনে করুন। ফাইনালে ভারতের কাছে অন্তিম মুহূর্তে হারার আগে, যে লড়াইটা টিম টাইগার্স উপহার দেয় সেটির দৌলতে "সত্যিকারের বড় দল" না বলা গেলেও একটা বার্তা অন্তত ছিল। এর পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার নিদাহাস ট্রফি তো থাকলই। আর? বিশ্বকাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজের কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যান নি। অমন বিরুদ্ধ পরিবেশে যে অনিন্দ্য ইতিহাস মাশরাফীরা লিখেছেন, সেটি ক্রিকেটের "অন্য লেভেলে"র বিজ্ঞাপন।এবার আসা যাক বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে। সত্যিকারের বড় দলের নিয়ামক হিসেবে অনেকেই এই মেগা টুর্নামেন্টকে মাপকাঠি বিবেচনা করেন। সেই বিবেচনায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কোনোভাবেই ফেলে দেওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকাকে টাইগাররা আগেও হারিয়েছে। হোয়াইটওয়াশ পর্যন্ত করেছে। সেটা নিজেদের দেশে। ইংলিশ কন্ডিশনে তাদের ওই পেস বল সামলে ৩৩০ রান তুলে ওইভাবে হারানো বাংলাদেশের জন্য একটু আলাদা অভিজ্ঞতা।এরপর এলো দ্বিতীয় ম্যাচ। এদিন ট্রেন্ট বোল্টের সুইং, ম্যাট হেনরির ধারাবাহিক ১৪০ কিলোমিটার/ঘণ্টা গতির বল, সঙ্গে লকি ফার্গুসনের "সাপের ছোবল" সাকিবরা কতটা স্বাভাবিকভাবে সামলান, সেটিই ছিল মূলত আলোচনায়। প্রতিপক্ষ শিবির থেকে শর্টবল আসবে। জানা ছিল। উঠবে গতির ঝড়। সেটাও ছিল জানা। এই জানা-শোনার মাঝে তামিম, মিথুন, মিরাজরা পরাস্ত হলেও রান চলে যায় ২৪৪"এ। আগের দিন থাকলে দেড়শ"র আগে বুক হওয়া নিয়ে চিন্তা করতো হতো। প্রতিপক্ষ দলে এক-দুজন ভালো বোলার থাকলে তাদের দেখেশুনে খেলে দিলেই হয়। কিন্তু একসঙ্গে তিন-চারজন থাকলে আপনাকে স্কিল আর মানসিক শক্তির সর্বোচ্চ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।"সত্যিকারের বড় দলে"র কাতারে আসার পথে থাকা বাংলাদেশ সেই পরীক্ষায় পাস মার্কস পেয়েছে, এটি বললে অত্যুক্তি হওয়ার কথা নয়। বুধবার ২০ থেকে ৩০ ওভারের মধ্যে বাংলাদেশ মুশফিকুর রহিমের ওই রানআউটের পরও ৬৯ রান তোলে। এই অংশটুকু আরেকটু বড় করতে পারলে নিউজিল্যান্ড আরও বিপদে পড়ে যেত।নিউজিল্যান্ডের এই দলটি বোলিংয়ে যেমন, ব্যাটিংয়েও তেমন। তাদের ওপেনিং বোলার টিম সাউদি এখনো ইনজুরিতে। তিনি ফিরলে দলটির শক্তি কোথায় যাবে, সেটি ভাববার বিষয়। এই দলটির ব্যাটিং লাইনআপ কতটা শক্তিশালী, এবার সেই আলোচনায় আসা যাক। নিজেদের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের ১৩৬ রান দেখতে দেখতে পার করে ফেলেন দুই কিউই ওপেনার কলিন মানরো এবং মার্টিন গাপটিল, মাত্র ১৬.১ ওভারে। চার নম্বরে আছেন আরেকজন। নাম তাঁর টেইলর।২০১৫ বিশ্বকাপের পর ওয়ান-ডেতে তাঁর চেয়ে একমাত্র বিরাট কোহলির গড় ভালো, ৬৮.৮। তাদের লোয়ার অর্ডারও যারপরনাই শক্তিশালী। এই দশকে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে কিউইদের শেষদিকের ব্যাটিং সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। ২০১০ সাল থেকে নিউজিল্যান্ডের ৮ থেকে ১১ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটসম্যানের গড় ১৭.৫, স্ট্রাইক রেট ৯১। গতকালও তাদের দাপট দেখা গেছে। শেষ তিন ব্যাটসম্যান ২৩ বলে ২৭ তুলে ম্যাচ শেষ করেন। তিনজনের স্ট্রাইক রেটের গড় ১১৬.৩৪! এমন দলের বিপক্ষে, এমন উইকেটে যারা ২৪৪ রান নিয়ে দুই উইকেটে হারে, তারা "সত্যিকারের বড় দল" না হলেও সেই বার্তা যে ছড়াচ্ছে, সেটি নিশ্চয়ই বলা যায়।

অবসর ভেঙে বিশ্বকাপ দলে ঢোকার প্রস্তাব ডি"ভিলিয়ার্সের, কী বলল বোর্ড?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্রী পারফরম্যান্সের ধারা যখন অব্যাহত, তখনই প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর খবর। বিশ্বকাপে খেলার জন্য অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ঢুকতে চেয়েছিলেন দলের অন্যতম সেরা তারকা এবি ডি"ভিলিয়ার্স। বিশ্বকাপ দল নির্বাচনের আগে নিজে থেকেই টিম ম্যানেজমেন্ট, অধিনায়ক ডুপ্লেসি এবং নির্বাচকদের অবসর ভাঙার ইচ্ছার কথা জানান এবি। কিন্তু, তাঁর ফিরে আসার প্রস্তাব নাকচ করে দেয় টিম ম্যানেজমেন্ট।একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইটের দাবি, এ বছর এপ্রিল মাসে বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা আগে জাতীয় দলে ফিরে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবি। অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি, কোচ গিবসন, নির্বাচক প্রধান লিন্ডা জোন্ডিকে ব্যক্তিগতভাবে দলে ফেরার প্রস্তাব দেন। কিন্তু, সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন প্রত্যেকেই। টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়ে দেয়, এবি যেহেতু একবছর জাতীয় দল বা দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি তাই তাঁকে জাতীয় দলে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, এবির অনুপস্থিতিতে যারা ভাল পারফর্ম করছে তাদের উপরও অন্যায় করতে চায় না বোর্ড।বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বেহাল অবস্থা। প্রথম তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে প্রোটিয়ারা। মিডল অর্ডারে অভিজ্ঞতার অভাব যে প্রোটিয়া শিবিরকে ভোগাচ্ছে সেকথা বলাই বাহুল্য। বিশ্বকাপে ডেভিড মিলার, জেপি ডুমিনিদের ব্যর্থতার বহর দেখলেই বোঝা যাবে এবি ডিভিলিয়ার্সের মতো অভিজ্ঞ বিশ্বমানের একজন ব্যাটসম্যানকে কতটা মিস করছে প্রোটিয়ারা। এই পরিস্থিতিতে এবির প্রস্তাব মেনে নিলে হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকার উপকারই হত। কিন্তু, বোর্ডের সিদ্ধান্তের জেরেই ভুগতে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে।উল্লেখ্য, গত বছর মে মাসেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন এবি। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১১৪টা টেস্ট, ২২৮টা ওয়ানডে এবং ৭৮টা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এবির অবসরের পর এখনও যে তাঁর উপযুক্ত পরিবর্ত প্রোটিয়ারা খুঁজে পায়নি তা বিশ্বকাপে তাদের পারফরম্যান্সেই প্রমাণিত।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/ 02 /2019-20 DATED 01/06/2019

The **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **percentage rate** tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **15/06/2019** for the following work:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time for rec eipt of application for issue of tender form	Time and date of opening of Tender	Place of sale of tenders documents	Class of bidder
1	Maintenance of 198 seated Bhagini Nivedita Chatriniwas, Krishnanagar, Agartala, tripura west / Providing internal electrification works in the Auditorium.. **DNIT No: EE-IED/AGT/ 03 /2019-20.**	Rs. 21,61,461.00	Rs. 21,615.00	30(thirty) Days	U pto 15.00 Hrs on 13/06/2019	At 15.30 Hrs on 15/06/2019	Office of the Executive Engineer Internal Electrification Division, Agartala, West Tripua.	Appropriate Class
2	Providing special repair to El works in both the floors (Ground & 1st Floor) of Health Directorate building i/c toilets etc, Gurkhabasti, Agartala, Tripura West. **DNIT No: EE-IED/AGT/04/2019-20**	Rs. 12,66,927.00	Rs 12,669.00	30(thirty) Days				
3	Construction of Pisciculture Knowledge Center (G+1) at Bishramganj, Sepahijala District/ SH: Providing internal electrification **(2nd call).** **DNIT No: EE-IED/AGT/79/2018-19**	Rs. 12,66,927.00	Rs 12,669.00	30(thirty) Days				

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA/C/160/19
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Agartala West Tripura

পিচ নিয়ে প্রভাব খাটাচ্ছে ভারত? কী বললেন শোয়েব আখতার

বিশ্বকাপে তাদের ম্যাচগুলিতে পিচ তৈরির উপর প্রভাব খাটাচ্ছে ভারত। ক্রিকেট বিশ্বের একটা অংশের তরফ থেকে ওঠা দাবি সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেস ব্যাটারি শোয়েব আখতার। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো ম্যানিপুলেশন নয়, সাউদাম্পদনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যোগ্য দল হিসেবে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া।তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে কয়েকটি কারণও দর্শীয়েছেন রাউলপিন্ডি এক্সপ্রেস।

পিচে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, টসে তো নয়

যে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দলকে কড়া টক্করের মুখে পড়তে হচ্ছে, সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দাপুটে জয় কীভাবে পায় ভারত, এমন প্রশ্নে বিরক্তই হয়েছেন শোয়েব আখতার। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত নিজের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন প্রাক্তন পাক তারকা। আইসিসি-কে সিংহভাগ ফান্ডিং এবং টিভি রাইটস ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডই দেয় স্মরণ করিয়েও শোয়েবের বক্তব্য, ইংল্যান্ডের মতো নিউট্রাল ভেন্যুতে কোনো প্রভাব নয়, দক্ষতার ভিত্তিতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা কী করল

বরং ভারতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো হাই প্রোফাইল দলের ব্যাটসম্যানদের আত্মসমর্পণ মোটেই মেনে নিতে পারছেন না শোয়েব। ম্যাচে ভারতের কৃতিত্বকে ছোট না করে, প্রোটিয়াদের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত বলেই মনে করেন রাউলপিন্ডি এক্সপ্রেস। রীতিমতো বিরক্তির সুরে বলেছেন, বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে এবং ইংল্যান্ডের মতো মাঠে বল তো একটু বেশি নড়াচড়া করবেই। দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানরা বুঝেশুনে খেললে, তাঁদের স্কোর হেসেখেলে আড়াইশো থেকে পৌনে তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছতে পারত বলেই দাবি শোয়েব আখতারের।

রোহিত, চাহল অ্যান্ড কং

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা কম্পোজড ব্যাটিং করেছেন বলে জানিয়েছেন রাউলপিণ্ডি এক্সপ্রেস। একই সঙ্গে যুজবেন্দ্র চাহল, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা, ভুবনেশ্বর কুমাররা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁদের নিজ নিজ বিভাগে বিশ্বসেরার মতোই পারফরম্যান্স দিয়েছেন বলেই দাবি করেছেন শোয়েব আখতার।

ভারত-পাকিস্তান

ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সের পর পাকিস্তানের ক্রিকেট দলও চার্জড আপ হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুই দেশের মহারণ হাড্ডাহাড্ডি হবে বলেই মনে করেন শোয়েব। ভগবান সহায় থাকলে ভারতের বিরুদ্ধে লাগাতার বিশ্বকাপ হারার কলঙ্ক পাকিস্তান এবারই মুছতে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন রাউলপিণ্ডি এক্সপ্রেস।

ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নেওয়ার সময় রোহিত জানালেন কেন স্বাভাবিক খেলা ছেড়ে খেলেছেন ধৈর্য্য ধরে

রোহিত শর্মার দুর্দান্ত সেঞ্চুরির সুবাদে ভারতীয় দল নিজেদের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে আর পয়েন্টস টেবিলে ২টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস অর্জন করে নিয়েছে। জানিয়ে দিই ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা নিজের আন্তর্জাতিক ওয়ানডে কেরিয়ারের ২৩তম সেঞ্চুরি করলেন।সেঞ্চুরি ইনিংসের জন্য রোহিত পান ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ

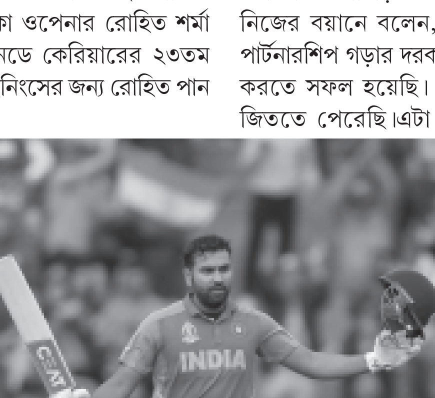

ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মাকে তার সেঞ্চুরির জন্য ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ খেতাবে ভূষিত করা হয়। জানিয়ে দিই যে রোহিত শর্মা এই ম্যাচে ১৪৪ বলের মুখোমুখি হয়ে ১২২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। তিনি নিজের এই দুর্দান্ত ইনিংসে ১৩টি চার এবং ২টি ছক্কা মারেন।পিচ ছিল মুশকিল এই কারণে নিয়েছি সময়ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার নেওয়ার সময় রোহিত নিজের বয়ানে বলেন, 'এখানে খেলার ভারত থেকে সামান্য আলাদা হয়। আজকের উইকেট এমন ছিল যে এখানে বোলারদের জন্য যথেষ্ট সাহায্য ছিল, এই কারণে এই অবস্থায় জরুরী হয়ে যায় যে আপনি শুরুতে ক্রিজে কিছুটা সময় কাটান। এই কারণে আজ আমি নিজের আক্রামণাত্মকওয়ালা স্বাভাবিক খেলা খেলিনি। কিছু শট এমন ছিল যা আমি খেলতে পছন্দ করি, কিন্তু আজ আমি সেই শটস খেলিনি আর শরীরের কাছ থেকেই বলকে খেলতে চাইছিলাম,কারণ আমি জানতাম যে এমন পিচে আপনাকে বল ছাড়তেও হয়'।আশা রয়েছে যে প্রত্যেক ম্যাচেই কোনো না কোনো খেলোয়াড় নেবে দায়িত্বরোহিত শর্মা আগে নিজের বয়ানে বলেন,'এই চেজে আমাদের কিছু পার্টনারশিপ গড়ার দরকার ছিল আর আমরা এমনটা করতে সফল হয়েছি। সম্ভবত এই কারণে ম্যাচও জিততে পেরেছি।এটা একটা ছোটো স্কোর ছিল, যেহেতু বোলারদের জন্য এতে কিছু ছিল এই কারণে এই লক্ষ্য কোথাও না কোথাও কঠিনও ছিল। যদিও আমারা পার্টনারশিপ পেয়েছি আর এটাই আমাদের দলের গত দু বছরের বিশেষত্ব থেকেছে যে টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যান দায়িত্ব নেয় আর শেষ পর্যন্ত খেলার চেষ্টা করে। আমার আশা রয়েছে যে প্রত্যেক ম্যাচে আমাদের কোনো না কোনো খেলোয়াড় নিজের হাত আগে বাড়াবে আর তিনি চ্যালেঞ্জ নেবেন'।শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে আমি নিজের কাজ শেষ করেছিরোহিত শর্মা নিজের বয়ানে আরো বলেন,'সম্ভবত আজ আমার ইনিংস আন্য দিনের মত ছিল না, কিন্তু আমি এটা নিয়ে খুশি যে আমরা জিতে গেছে আর শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে আমি নিজের কাজ শেষ করেছি। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া যথেষ্ট ভাল। আমরা সাধারণত এখানে জুলাই-আগষ্টে খেলি কিন্তু এটা জুন মাস এই কারণে আবহাওয়া যথেষ্ট ভাল'।

প্রয়াত মুদ্রণ শিল্পের প্রবীন ব্যক্তিত্ব রামলাল দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। রাজ্যের মুদ্রণ শিল্পের প্রবীন ব্যক্তিত্বব সন্তান প্রেসের কর্ণধার রামলাল দত্তের জীবনাবসান হয়েছে। আজ আইজিএম হাসপাতালে তার আকস্মিক প্রয়ানে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে ত্রিপুরা প্রেস ওনার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রঘুনাথ সরকার। আজ এক বিবৃতিতে এসোসিয়েশনের পক্ষে বলা হয়েছে রামলাল দত্তের প্রয়ানে মুদ্রণ শিল্পের অপুরনীয় ক্ষতি হল। তিনি বিভিন্ন সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এসোসিয়েশনের পক্ষে আজ তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান, রঘুনাথ সরকার, দেবানন্দ দাম, বিশ্বজিৎ ভৌমিক।

মুদ্রণ শিল্পের প্রবীন ব্যক্তিত্ব রামলাল দত্তের প্রয়ানে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস। ত্রিপুরার ছাপাখানার ইতিহাসে প্রয়াত দত্তের নিষ্ঠা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আখাউড়া রোডে দীর্ঘদিন সন্তান প্রেসটি চালু রেখেছিলেন। রাজ্যের মুদ্রণ শিল্পে ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বল নজীর রেখে গেছেন।

যুব কংগ্রেসের গণ অবস্থান ৯ ও ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দুই দিনের গণঅবস্থানের ডাক দিয়েছে যুব কংগ্রেস। আগামী ৯ এবং ১০ জন রাজধানী আগরতলা শহরে আর এম এস চৌমুহীনিতে গণঅবস্থান সংগঠিত করা হবে। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। গণঅবস্থানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায় এবং বীরজিৎ সিন্হা সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও গণঅবস্থানে শামিল হবেন। প্রদেশ যুব সভাপতি অভিযোগ করেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ব্যাপক হারে সন্ত্রাস, হামলা হুজ্জতি, কংগ্রেসের অফিস ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ এবং কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হচ্ছে যুব কংগ্রেস।

বাজেয়াপ্ত ১.২০ লক্ষ নগদ টাকা

কোটা (রাজস্থান), ৬ জুন (হি.স.): নিজের সরকারি বাসভবনে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন রাজস্থানের বুন্দি জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার ওম প্রকাশ চান্দৌলিয়া। এই ঘটনায় বছর ৫৫-র ওই ডিএসপি-কে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন বিভাগের আধিকারিকেরা। তল্লাশি চালিয়ে তার সরকারি বাসভবনের বিছানার তোষকের তলা থেকে ১.২০ লক্ষ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ১০০ মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বুন্দির লাখেরি সার্কেলের দায়িত্বে ছিলেন ওম প্রকাশ। অভিযোগ, ঝাঝালি কি বারানা গ্রামে মদের দোকানের মালিক সোলাঙ্কির কাছ থেকে প্রতি মাসে ঘুষ নিতেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

আটটি ক্যাবিনেট কমিটি পুর্নগঠন করল কেন্দ্র নিরাপত্তা কমিটিতে মোদী-রাজনাথ-অমিত

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): প্রধান আটটি ক্যাবিনেট কমিটি পুনর্গঠন করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারঊ এই আটটি ক্যাবিনেট কমিটি হল, যথাক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি, সংসদ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি, রাজনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি, নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি, বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি, স্থান নির্ধারণ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি এবং কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিঊ
নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং বিদেশমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্করঊ নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি-সহ মোট ছ'টি কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ পাশাপাশি সমস্ত ক্যাবিনেট কমিটিতেই রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ অর্থ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও রয়েছেন নীতিন গড়কড়ি, নির্মলা সীতারমণ, পীযূষ গোয়েল, রাজনাথ সিং, ডি ভি সদানন্দ গৌড়া, নরেন্দ্র সিং তোমার, রবিশঙ্কর প্রসাদ, হরসিমরত কৌর বাদল, ড় এস জয়শঙ্কর এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, নীতিন গড়কড়ি, নির্মলা সীতারমণ এবং পীযূষ গোয়েলঊ স্থান নির্ধারণ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দফতরের প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং এবং প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) হরদীপ সিং পুরী বিশেষ আমন্ত্রিতঊ সংসদ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে রয়েছেন, অমিত শাহ, নির্মলা সীতারমণ, নরেন্দ্র সিং তোমার, রবিশঙ্কর প্রসাদ, রামবিলাস পাসোয়ান, থাওয়ার চন্দ গেহলট, প্রকাশ জাভড়েকর এবং প্রহ্লাদ যোশিঊ রাজনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, নীতিন গড়কড়ি, নির্মলা সীতারমণ, রামবিলাস পাসোয়ান, নরেন্দ্র সিং তোমার, রবিশঙ্কর প্রসাদ, হরসিমরত কৌর, পীযূষ গোয়েল, হর্ষ বর্ধন, অরবিন্দ গণপত সাওয়ান্ত এবং প্রহ্লাদ যোশিঊ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটিতে রয়েছেন নীতিন গড়কড়ি, নির্মলা সীতারমণ এবং পীযূষ গোয়েলঊ অর্থনীতিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করতে দু'টি নয়া ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকারঊ একটি হল বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি এবং অপরটি কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিঊ বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধি সংক্রান্ত কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেইঊ এছাড়াও রয়েছেন অমিত শাহ, নীতিন গড়কড়ি, নির্মলা সীতারমণ এবং পীযূষ গোয়েলঊ কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, নির্মলা সীতারমণ, নরেন্দ্র সিং তোমার, পীযূষ গোয়েল, রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক, ধর্মেন্দ্র প্রধান, ড় মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডে, সন্তোষ কুমার গাংওয়ার এবং হরদীপ সিং পুরীঊ বিশেষ আমন্ত্রিতরা হলেন-নীতিন গড়কড়ি, হরসিমরত কৌর বাদল, স্মৃতি জুবিন ইরানি এবং প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল।

পুলিশ কোর্টে পুলিশ কর্মীকে মারধর, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। আগরতলা পুলিশ কোর্টে পুলিশ কর্মীকে মারধর ও সরকারী কাজে বাধা দেবার ঘটনায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা গৃহিত হয়েছে। তার নাম-রাজীব পাল। পশ্চিম থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজীব পাল নামে আটক ব্যক্তি সুভাষ নগর রেল কলোনী এলাকার বাসিন্দা। মামলায় অভিযুক্ত ওই যুবক বৃহস্পতিবাব-পুলিশ কোর্টে আসে। পেসকার বাবুর টেবিলে এসে কাগজপত্রে সাক্ষর করার সময় রাজীব পাল অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে বলে অভিযোগ। তাতে আপত্তি জানালে পুলিশ কোর্টে কর্মরত কনস্টেবল তপন সূত্রধরে মাথায় আঘাত করে। এপিপি প্রশান্ত ঘোষ কনস্টেবলকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে উনার উপরও হাত তুলে অভিযুক্ত রাজীব পাল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাকে আটকে রেখে পশ্চিম থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করেছেন কনস্টেবল তপন সূত্রধর। পশ্চিম থানার পুলিশ এব্যাপারে মামলা গ্রহণ করেছে। অভিযুক্ত রাজীব পালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন কমল নাথ, কথা হল মধ্য প্রদেশের সমস্যা নিয়ে

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর রাজ্য সম্পর্কিত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এদিনের বৈঠকে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় কাটান তিনি। এদিন মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বার জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা কমল নাথ।
কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকারের অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তা সম্পর্কিত মুলতুবি থাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে মন্ত্রী প্রহলাদ সিং প্যাটেলের সাথে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- পিআইবি।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদর কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদর সভাকক্ষ আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদর ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করন ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন কুমার দাস। সভায় জলসম্পদ দপ্তরর ডিভিশন ১-এর আধিকারিক জানান, মাহনপুর ব্লকর অন্তর্গত বিজয়নগর ডিপ-টিউবওয়ল স্কীমর রি-সিংকিং-এর কাজ সম্পর্ণ হয়ছ। মান্দাই ব্লকর অন্তর্গত কাচিরাম গ্রাম প'ায়তর এল আই স্কীমর কাজ সম্পর্ণ হয়ছ এবং বিদ্যুৎ সংযাগও দওয়া হয়ছ। পুরাতন আগরতলা ব্লকর ধূপছড়া এবং বলবাড়ি ব্লকর পূর্ব জন্মজয়নগর এল আই স্কীমর পাম্প হাউসর কাজও সম্পর্ণ হয়ছ। জল সম্পদ দপ্তরর ডিভিশন ২-এর আধিকারিক জানান, ৩৪টি স্কীমর মধ্য সবগুলি স্কীম চালু আছ। ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরর আধিকারিক জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি স্কীম পশ্চিম জলায় মাট ১০,৬৯৮ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদর প্রথম দফায় ২০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দওয়া হয়ছ। তিনি জানান, গত অর্থবছ-র জলায় মাট ১,৩৪৭ জন ক'ষকর কাছ থক ১৬,৭৬৯ কুইন্টাল ধান ক্রয় করা হয়ছ।

২০১৯-২০ অর্থবছর খাদ্য দপ্তরর কাছ ক'ষকগণ বারা ধান বিক্রয় করবন। মাহনপুর মহকুমার ক'ষকরা তারানগর স্কুল ৩০ জন থক ৭ জলাইয়র মধ্য, জিরানীয়া মহকুমার ক'ষকরা মাধববাড়ি আই এস বি টি-ত ১০ জলাই থক ১৪ জলাই, সদর মহকুমার ক'ষকরা বিক্রমনগর ১৫ জলাই থক ১৭ জলাই ধান বিক্রয় করত পার-বন। এছাড়া ফসল বীমা যাজনায় ক'ষকদর ১৫ জলাইয়র মধ্য আউস ও আমন ধানর বীমা করার কাজ সম্পর্ণ করত হব।
ফসল বীমা যাজনা সফল করার জন্য মাহনপুর ১ জন, ডুকলিত ৪ জন এবং ৩ জন বামুটিয়ায় সচতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল জিরানীয়ায় ফসল বীমা যাজনার উপর সচতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হব। ১৮-১৯ অর্থবছর শ্রীপদ্ধতিত ৬,৩৬৫ হক্টর আমন ধান চাষ করা হয়ছ। -জলায় ২০১৯-২০ অর্থবছর ১৬,২৭৫ হক্টর জমিত আমন ধানর চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়ছ। তাছাড়া, ১,৬৩৭ হক্টর ডাল জাতীয় শস্য ১,১২৮ হক্টর তৈল বীজ, ৫০ হক্টর পাট, ৪৫ হক্টর মস্তা, ৭৫ হক্টর আখ চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নওয়া হয়ছ। উদ্যান দপ্তরর আধিকারিক জানান, গত অর্থবছর এম আই ডি এইচ স্কীম ১২৫টি পাওয়ারটিলার বিতরণ করা হয়ছ। রগার মাধ্যম ২০১৯-২০ অর্থবছর ৭৬ হক্টর আম, কলা, লবু, কমলালবু, মুসাম্বি ইত্যাদি ফল চাষর লক্ষ্যমাত্রা নওয়া হয়ছ।

২০১৯-২০ অর্থবছর জাতীয় ব্যাম্ব মিশন স্কীম ৪৮ হক্টর বাঁশ চাষর লক্ষ্যমাত্রা নওয়া হয়ছ। এত প্রতি হক্টর ৫০ হাজার টাকা কর মাট ২৭ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ রয়ছ। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদর সভাধিপতি দিলীপ দাস, সহকারী সভাধিপতি মনমাহিনী দবনাথ সহ অন্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলন।

ভাটপাড়া মডেলই বিজেপির প্রধান অস্ত্র

কলকাতা,৬ জুন (হি.স): মডেল, ভাটপাড়া। এটাই এখন তৃণমূলকে পরাজিত করার জন্য বিজেপির প্রধান অস্ত্র। ওই মডেলেই ২০২১ সালের আগে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে হটাবার পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। স্পষ্টভাবে বললে, পঞ্চায়েত পুরসভার বোর্ড থেকে তৃণমূল অপসারিত হলে।শাসক দলকে ধাক্কা দেওয়া যাবেই বলে মনে করছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। তাঁদের মতে এতে টলানো যাবে তৃণমূলের আত্মবিশ্বাসও। সেই সঙ্গে বাড়বে বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি।
২০১১ সালে পরিবর্তনের আগে শুরু হয়েছিল রংবদলের রাজনীতি। পরিবর্তনের সরকার আসার পর তার গতি আরও বাড়ে। একের পর এক পুরসভা হাতে আসতে থাকে তৃণমূলের। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০১৯ সালে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছে বিজেপি। লোকসভা ভোটে ১৮টি আসন নিয়ে শাসক দলকে ধাক্কা দিয়েছে বিজেপি। লোকসভা ভোট মেটার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার পুরসভায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আর এই পুরোটাই হয়েছে শুধু দল বদলের খেলায়। প্রথমে অর্জুন সিংয়ের বিজেপিতে নাম লেখান। পরে তাঁর হাত ধরেন তৃণমূলের অধিকাংশ কাউন্সিলর। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই মঙ্গলবার ২৬জন কাউন্সিলরের সমর্থন নিয়ে ভাটপাড়ায় বোর্ড গঠন করে বিজেপি। এখান থেকেই নতুন সমীকরণ তৈরি করেছেন রাজ্য বিজেপির নেতারা।
ভাটপাড়া পুরসভা হাতে রাখতে চেষ্টার কসুর করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। প্রশাসক বসানোর চেষ্টা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু আইনি প্যাঁচে তা ব্যর্থ হয়। তাতে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই হালিসহর, নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়া পুরসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলর যোগ দিয়েছেন বিজেপি। দার্জিলিং পুরসভাও বিজেপির হাতে যেতে চলেছে। সবমিলিয়ে রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভার দখল নিতে চলেছে বিজেপি। তবে এখানেই শেষ হয়, রাজ্যে ক্ষমতা বদলের লক্ষ্য পূরণের প্রথম ধাপে বিজেপি নজর দিচ্ছে স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাগুলির রং বদলের। কিন্তু অধিকাংশ পুরসভাতেই তো ভোটের দেরি আছে। তাই ভরসা এখন "ভাটপাড়া মডেল"।
রাজ্যে ১৮টি লোকসভা আসনে এখন বিজেপির সাংসদ। চল্লিশেরও বেশি পুরসভা রয়েছে এই লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে। প্রথম লপ্তে সেখানেই বদল চাইছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এডিসির উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। গতকাল খুমুলুঙস্থিত নুউাই অডিটোরিয়ামে এডিসির উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সান্তনু জমাতিয়া। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য জয়বাহাদুর জমাতিয়া। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের উপপ্রধান আধিকারিক সমীরন দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান আধিকারিক চিত্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানের শুরুতে এ উপলক্ষ্যে স্থানীয় সালকা চৌমুহনী থেকে নুউাই অডিটোরিয়াম অবধি খুমুলুঙ আশপাশ এলাকর বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করে।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী গাছপালা সহ যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। যাতে ধ্বংস না হয়। বেশী দিন বাঁচতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করারর জন্য সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে শ্রীদেববর্মা আহ্বান রাখেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া বলেন বেঁচে থাকতে বনজসম্পদ রক্ষা করা একান্ত দরকার। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার পাশাপাশি নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার কাজে সকলকে সচেতন হতে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য জয়বাহাদুর জমাতিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার উপর গুরুত্বারোপ করে। পরিশেষে অনুষ্ঠানের অতিথিরা নুউাই অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা লাগান।

নেতাজি চৌমুহনীতে নিশিকুটুম্বের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। গতরাতেও নেতাজি চৌমুহনী রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে হানা দিয়ে নগদ টাকা সহ প্রচুর সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। পরপর চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনায় রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে জনমনে সংশয় বাড়ছে। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা পুলিশি টহল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এ ধরনের চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গতরাতে রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজি চৌমুহনীর রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকান মালিক উত্তম বোস জানান, এখন পর্যন্ত দোকানে ১০ বার চুরির ঘটনা ঘটেছে। একবার দোকানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। দোকানের উপর নির্ভর করেই পরিবার প্রতিপালন করেন তিনি। পর পর চুরির ঘটনায় তিনি আরও অসহায় হয়ে পড়েছেন। প্রায় ২০ হাজার টাকার জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। দোকান মালিকের স্ত্রী মিতু বোস পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পুলিশ কঠোর নজরদারীর ব্যবস্থা করলে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটতে পারতো না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

সপ্তম আর্থিক সমীক্ষা ঃ ধলাই জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন ।। সপ্তম আর্থিক সমীক্ষাকে সামনে রেখে আজ ধলাই জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে জেলাভিত্তিক সচেতনতা শিবির ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ময়ূর রতিলাল গোবেকর, জেলা পরিসংখ্যান আধিকারিক পল এস ডার্লং এবং রিপন সরকার, জেলা প'ায়েত আধিকারিক সুভাষ আচার্য। ধলাই জেলার অন্তর্গত আমবাসা, কমলপুর, লংতরাইভ্যালি এবং গণ্ডাছড়া মহকুমার কমন সার্ভিস সেন্টারের ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রেনারগণ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার শুরুতে জেলা পরিসংখ্যান আধিকারিক পল এস ডার্লং পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে আর্থিক সমীক্ষার ইতিব'ত্ত তুলে ধরেন। তিনি জানান, ভারতবর্ষে প্রথম আর্থিক সমীক্ষা হয় ১৯৭৭ সালে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০, ১৯৯০, ১৯৯৮, ২০০৫, ২০১৩ সালে হয় দ্বিতীয়, ত'তীয়, চতুর্থ, প'ম, ষষ্ঠ আর্থিক সমীক্ষা। এই বৎসর ২০১৯ সালে হবে সপ্তম আর্থিক সমীক্ষা। আগামী ১৫জন থেকে শুরু হয়ে তিন মাসের মধ্যে এই সমীক্ষা সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জানান। ন্যাশন্যাল সেম্পল সারভে অফিসের ফিল্ড অফিসার সমীর দেবনাথ এবং স্টেট প্রোগ্রাম অরগানাইজেশন সেন্টারের সন্দীপ সেনগুপ্ত কর্মশালাটি পরিচালনা করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জামাই ষষ্ঠী ঃ মাছের বাজারে অগ্নিমূল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। হিন্দু বাঙালীদের বারোমাসে তোরো পার্বনের অন্যতম পার্বন হল জামাই ষষ্ঠী। মেয়ে জামাইকে কেন্দ্র করেই এই পার্বন। মেয়ে ও জামাতার বাড়ির মধ্যে সম্পর্ক অটুট রাখার ক্ষেত্রে এই পার্বন অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। ডটকমের যুগেও জামাই ষষ্ঠীর ঐতিহ্য কিন্তু বিন্দুমাত্রও ম্লান হয়ে যায়নি। জামাই ষষ্ঠীতে মুখরোচক খাওয়া দাওয়া ও কাপড়চোপড় বিনিময়ের রীতিও প্রচলিত রয়েছে। এরই সুবাদে বাজার হাট ও বেশ চাঙ্গা। কন্যাকে পাত্রস্থ করা সংসার জীবনে প্রত্যেক মা বাবার অন্যতম দায়িত্ব এ কর্তব্য। অপর পরিবারের হাতে কন্যা সন্তানকে সমর্পন করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে যে আত্মার বন্ধন তৈরী হয় সেটাই হল আত্মীয়তার বন্ধন। সেই বন্ধন চিরস্থায়ী। ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নানা ঘাত প্রতিঘাত আমলেও এই সম্পর্ক অটুটই থাকে। জামাই ষষ্ঠী এক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মেয়ে ও মেয়ে জামাইকে জামাই ষষ্ঠীতে নিমন্ত্রণ করার রীতিনীতি হিন্দু বাঙালী সমাজে দীর্ঘকালের। ডটকমের যুগে পরিবারিক সম্পর্কই যেখানে অটুট রাখার ক্ষেত্রে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রেও জামাই ষষ্ঠীর কল্যানে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক নতুন মাত্রা যোগ করে। কর্মব্যস্ত জীবনে অনেকেই বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকেন।

কিন্তু জামাই সষ্ঠীতেই সবাই একত্রিত হন। এরই সুবাদে প্রত্যেক শ্বশুর বাড়িতে চলে মুখ রোচক খাবারের আয়োজন। ভোজনরসিক বাঙালীদের কাছে ইলিশ মাছেরজুরি নেই। জামাই ষষ্ঠীতে ইলিশ মাছ না হলেই যেন না হয়। রাজ্যের বাজারেও মাছ ব্যবসায়ীরা জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে ইলিশ মাছের বাড়তি যোগান দিয়েছেন। রাজধানীর অন্যতম প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ মাছ বাজারে খোজ খবর নিয়ে জানাগেল বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছের যোগান মিলেছে ভালই। তবে, দাম কিছুটা বেশী। এককেজি ওজনের ইলিশের দাম ১৪০০ টাকা ৭০০ ওজনের লিশ ১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে, এবারের ইলিশ খুব সুস্বাদু বলে দাবি করেছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা।

ইলিশ মাছের পাশাপাশি অন্যান্য মাছের যোগানও রয়েছে বাজারে। তবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের দৌলতে মাছের যোগান কম থাকায় দাম কিছুটা বেশী। শুধু মাছ নয়, কাপড় এবং মিষ্টির দোকানেও ভীড় জমে উঠেছে। জামাই ষষ্ঠীতে ফলের দোকানেও ভীড় রয়েছে। কাপড় ও মিষ্টির পাশাপাশি ফলমূলও হাতে তুলে নিচ্ছেন জামাই বাবাজীরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।